গৈরিক

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

মূল্য এক টাকা

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০১ নং কর্ণ-
ওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

উৎসর্গ

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
সরস্বতী এম্, এ, ডি, এল্, শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বাঙ্গালীকুল-তিলক,

আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা, মহামনস্বী, নির্ভীক ও তেজস্বী ; অথচ অন্তরে বাহিরে খাঁটি বাঙ্গালী। আদর্শ-বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালীর আদর্শ। কথায় নয়, কাজে আপনার ন্যায় মাতৃভূমিভক্ত কয়জন আছে, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসরস্বতীকে বরণ করিয়া আপনি আপনার ও আপনার স্বজাতির অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। শুধু এই একটী সিদ্ধির জন আপনি অমর।

বাঙ্গালীর ভাষা-জননী আজ তাঁর এক জন অখ্যাত অজ্ঞাত সেবকের হস্তে আপনাকে তাঁর প্রাণ-পূর্ণ কৃতজ্ঞতা উপহার পাঠাইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেন।

গুণমুগ্ধ

গ্রন্থকার

পরিচয়

একটী ছাড়া এই কেতাবের সকল কবিতাই আমার দার্জ্জিলিং অবস্থান সময়ে রচিত। এইজন্য ইহার নাম রাখিলাম 'গৈরিক।' দোহাই পাঠক-পাঠিকা, আমার এই কাব্যখণ্ড গুলিতে আধ্যাত্মিকতার ভেক বা ভেল নাই।

গ্রন্থকার

সূচী

গৈরিক

হিমালয়ে—সাত বৎসর পর।

(১)

নীলে ধবলের চূড়া!—মৃত্যুত্থিত* জীবনের মত
দৃশ্য এক দেখিলাম, সসম্ভ্রমে হইনু প্রণত;
দ্রব হ'য়ে গেল চিত্ত, দেখিলাম একি নেত্র-আগে,
বিস্ময়?—আনন্দ?—স্বপ্ন?—চিন্তা উর্দ্ধে—মহা উর্দ্ধে লাগে।
সৃজন-প্রত্যুষে কি এ বিরাটের বিরাট কল্পনা,
আপনি দেখিয়া মুগ্ধ আপনার অপূর্ব্ব রচনা
বুঝি সে কবির কবি!—করেছিলা পার্থ ছিন্ন মায়া
হেরিয়া যে রূপোচ্ছ্বাস, তাহার কি সম্বৃত এ ছায়া?
কেমনে বাখানি আমি, রূপ, না এ আঁখির গৌরব?
প্রাণে প্রাণে এ কি নৃত্য, অঙ্গে অঙ্গে এ কি কলরব!

(২)

প্রলয়ের তম নাশি' নিরাকার রচিলা আকার,
মহাসূর্য্য রচি' শেষে করিলেন বৃদ্ধি খণ্ড তার;
সেই জ্যোতি-পিণ্ড হ'তে হিমাদ্রি কি খসিল তখন
রবি-কক্ষচ্যুত পৃথ্বী জন্মক্ষণে করিতে ধারণ?
এ কি নিসর্গের পিতা, যাহা হ'তে প্রথম প্রকাশ
জড় জগতের—হ'ল কঙ্কালের লাবণ্য বিকাশ?
তার পরে এল বুঝি ধরণীর জীবজন্তু-মেলা,
সুখ-দুঃখ, আশা-ভয়, জীবজন্মে যত লীলা-খেলা!
জন্ম-মরণের মাঝে দাঁড়াইয়া অমর পাষাণ
মহা-মিলনের লাগি' রচিছে কি পারের সোপান?

(৩)

হিমের এ দেবভূমে উঠিল প্রথম সামরব,
গীতার অগীত গাথা কল্পনায় পাইল মানব,
এই ত শিবের গৃহ, মঙ্গলের আদি নিকেতন,
কাম ভস্ম এই খানে—প্রকৃতির প্রবৃত্তি-শাসন।

মানবের উগ্র তপ শিক্ষা এই তুহিনের ঘরে,
প্রকৃতি প্রহরী সম আছে জাগি' যুগ-যুগান্তরে
ধ্যান নাহি ভাঙ্গে যাহে, দূর করি বিঘ্ন আধি-ব্যাধি
কত মুক্তি-পিপাসুরে মিলাইছে দুর্লভ সমাধি!
আজও অভেদের মন্ত্র এ আশ্রমে করে উচ্চারণ
প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা, গুরু বেড়ি' যেন শিষ্যগণ!

(৪)

হিমের আলয়ে কবে এল তীব্র হৃদয়-বিকার,
প্রকৃতির মাতৃলীলা,—আনন্দের আকুল ঝঙ্কার
স্নেহে সিক্ত 'আগমনী' বাহিরিল ফাটিয়া পাষাণ!
দুগ্ধ ক্ষরে স্তনে স্তনে, পিপাসিত দুহিতার প্রাণ
যুগে যুগে উঠে নাচি'। পুন দেখি কাহার কুহকে
পাষাণের বুক ফাটি' রক্ত উঠে ঝলকে ঝলকে!
ছিঁড়েছে স্নেহের মর্ম্ম; বিজয়ার সকরুণ মায়া
কখন মিলন মাঝে ফেলেছিল বিরহের ছায়া?
শুকায় নি, শুকায় নি অশ্রুর সে অবিরল ধারা,
আজও ঘরে ঘরে মাতা হারাইছে নয়নের তারা!

(৫)

কোথা গেল সেই যুগ, সে যুগের আকাঙ্ক্ষা, সাধনা?
দেবাদ্রি, আশ্রমে তব বিলাসের এ কি আরাধনা!
বাষ্পোদগারী মায়া-যান কবে বক্ষ করিয়া বিদার
ভেঙ্গে দিল শান্তি-স্বপ্ন, সমাধির স্তব্ধতা তোমার!
বিহারের লীলাভূমি, ছিলে তুমি তপস্যার স্থান;
বিলাসী সেজেছ আজ, সেকালের সন্ন্যাসী পাষাণ!
তোমার শারদ জ্যোৎস্না, হের, তারে করি বিমলিন
বিজলী হরিছে তম, স্বভাব সভ্যতা-ধূমে লীন!
চূর্ণ প্রব্রজ্যার গুহা, মহাত্মারা কোথা অন্তর্হিত,
ঘোরে রাজনীতি-চক্র তপোবন করি মুখরিত।

(৬)

তবু বড় ভালবাসি তোমারে, হে সুন্দর পাষাণ,
তুমি কর দেহ-মনে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য বিধান,
তোমার শীতল-বাসে জুড়ায়েছি কতই না জ্বালা,
ভুলি' গৃহ-পরিবার দেখেছি ও শোভা-চিত্রশালা।

শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরিয়া বাধমুক্ত কুরঙ্গের প্রায়!
ছেড়ে গেছি তোমা যবে, প্রাণ নাহি লয়েছে বিদায়।
তাই দেহ বন্দী যবে বঙ্গের শ্যামল সমতলে,
প্রাণে ও বন্ধুর রূপ দিবাস্বপ্নে পশিত বিরলে!
মেটে নি অনেক আশা, জীবনে পূরে নি বহু সাধ—
কি হয়েছে, তব কাছে পেয়েছি ত জীবনের স্বাদ।

(৭)

আরও ভাল লাগে তোমা, যবে চেয়ে হিমানীর পানে
ওই মত তুঙ্গ, শুভ্র পূর্ব্বকীর্ত্তি জেগে ওঠে প্রাণে;
কে বলে তাদের ক্ষুদ্র ছিল দীপ্ত যাদের অতীত?
তুমি সাক্ষী হে অচল, আছে সবে পাষাণে অঙ্কিত;
দুরাশে তোমারে সাধি, জড়ের জড়তা যদি টুটে,
পতিতের কাতর আহ্বানে শিলা যদি ভাষা হ'য়ে উঠে!
আঁখিরে ডুবায়ে ঊর্দ্ধে নীলের নিবিড়তম স্তরে
আসিলাম বুঝি কোন রহস্যের অসীম সাগরে!
ভুলিলাম রাজা-রাজ্য—ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব ঝঞ্ঝনা,
মনে হ'ল, ভোজবাজী; খ্যাতি-বৃদ্ধি, শুধু বিড়ম্বনা!

(৮)

মনে পড়ে পূর্ব্বকথা ?—আজ হ'তে সপ্ত বর্ষ আগে
এসেছিল পান্থ কেহ ভগ্ন-প্রাণে, নৈরাশ্যে বিরাগে
তব সৌন্দর্য্যের দ্বারে ; পায় নি কি সুধা এক কণা ?
করেছে সে খেলা শুধু ল'য়ে তার রঙ্গিন কল্পনা !
এ বার ত সংসারের ছাই-মাটী, সুখ-দুঃখ-বোঝা,
পথের সে গুরুভার নীচে ফেলি' উঠেছে সে সোজা
উধাও শিখরে ধ্রুব ; বুকে তা'র বালকের প্রাণ,
আজ খোল আবরণ, দেখা দাও, উলঙ্গ পাষাণ !
শুনাও অব্যক্ত বাণী, হোক্ হিয়া দেবের মন্দির,
কল্পনা স্তম্ভিত হবে, কবিত্ব লুটাবে পদে শির।

(৯)

গৈরিক ঐশ্বর্য্যে আজ দেখা দিলে নিসর্গ-সম্রাট,
ভাল করে' দেখিলাম তোমার ও শৈল-রাজ্যপাট,
কিবা শৃঙ্গে শৃঙ্গে রচি' মালাকারে অপূর্ব্ব মেখলা
বেড়িয়াছে অনন্তেরে ! ধরিয়াছি নিভৃতে একলা

তব বৃক্ষ, তব লতা দুই হাতে বক্ষে আঁকড়িয়া
ভুঞ্জিয়াছি প্রাণ-মাঝে প্রাণস্পর্শ। চুম্বিয়া চুম্বিয়া
তব ফুল্ল ফুলদল চাপিয়াছি এ বুকের কাছে,
বুঝিয়াছি, হিম বক্ষে চেতনার তপ্ত রক্ত নাচে!
ও হেমাঙ্গে, ও হিমাঙ্কে বিছাবে কি মোর শয্যাখানি
যেথা শ্রান্ত মেঘদল জুড়াইছে স্নেহকোল জানি'!

(১০)

মহাশূন্যে উঠিয়াছ অভ্রস্তর করিয়া বিদার
তুষারকিরীটী বীর, বল, সেথা আলো, না আঁধার?
দেখায় কি সেথা হ'তে লোকাতীত কল্পনার ঠাঁই?
শোন কি ত্রিদিব-বাদ্য? না, কোথাও—নাই, কিছু নাই!
জানালে ইঙ্গিতে মৌনি,—আছে, আছে অগতির গতি,
তাণ্ডবের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলার শুভ পরিণতি।
তা' না হ'লে রেণু রেণু হ'য়ে যেত সে প্রলয়-রাতে
রবি-শশি-গ্রহ-তারা পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে।
বুঝিনু, শোভাদ্রি, তুমি জীবনের বিজয়-বাজনা,
মরণত্রাসিত বিশ্বে অমৃতের অভয়-ঘোষণা।

(১১)

শিরে তুষারের জটা, পক্বকেশ রাজর্ষির মত
মহাযোগে সমাসীন, বল যোগী, কত যুগ গত?
পেলে দীর্ঘ তপস্যায় কত বর কত আশীর্ব্বাদ,
তবু তপ ছাড় নাই! আত্মালগ্ন দেবের প্রসাদ—
যেন সতীদেহ স্কন্ধে চলিয়াছ পাগল মহেশ
আপনার ভাবে ভোর, নাই শ্রান্তি, নাই কোন শেষ।
যুগ যুগ ধরি' তুমি লুটিতেছ স্বর্গের ভাণ্ডার,
সহস্র ধারায় তাহা করে জড়ে জীবনী সঞ্চার;
তব রস সঞ্চারিত ধরণীর ধূলি স্তরে স্তরে,
তাই তা'র মাতৃস্তনে সুধাধারা স্নেহসম ক্ষরে!

(১২)

কাঞ্চনের তুঙ্গ শৃঙ্গ ধুম্র শৈলে ভাত অকস্মাৎ,
এ কি স্বর্গখণ্ড, না এ সুকৃতির আলোক-সম্পাত?
ঊর্দ্ধে যে তরল নীল তরঙ্গিছে হারাইয়া দিক্,
খেয়া দেয় সে পাথারে বুঝি কোন পারের নাবিক!

তব অভ্রভেদী শিরে ঠেকেছিল কবে তন্বী সাথে
রাঙ্গা পা দুখানি তা'র, সোনা হ'য়ে গেছ শিলা, তাতে!
হেম, না ও প্রেম-ছবি? আনন্দের সুপ্ত পারাবার
কল্লোলিয়া উঠে বক্ষে, নরে হয় দেবত্ব সঞ্চার।
শোভা, না এ মরীচিকা? লুকাইল পলকে কোথায়,
কাঁদে বক্ষে রূপ-তৃষা,—ভাল ক'রে দেখিনু না হায়!

(১৩)

সে দিন গগনে ঘটা, মেঘরাজ্যে মেঘ, সুধু মেঘ,
কভু ছায়ারন্ধ্র-পথে কিরণের ক্ষীণ ধারা এক
ঢলিয়া পড়িছে হাসি উপত্যকা-নিহিত প্রান্তরে;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল-বন্যা; ঠিকরিছে ম্লান রবি-করে
নীহারের তাজগুলি বিচিত্রিত শস্পদল-মাথে;
এই ডোবে, এই ফোটে লঘু স্বচ্ছ অভ্রের পশ্চাতে
'পাইনের' ঘন সারি, নেসপাতি পেয়ারার গাছ!
অধিক্যতা যেন ছবি, অভ্র বুঝি আবরণ-কাচ?
দেখিতেছি, ভুলিতেছি বহুরূপী প্রকৃতির রূপ,
সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত, চক্ষে ধারা, বক্ষে হিয়া চুপ।

(১৪)

তুঙ্গ সিংহাচল-চূড়ে * উঠিলাম ব্যাকুল অন্তরে
গৌরী-শঙ্করের † লোভে! উঠিয়াছে ধরিতে অম্বরে
ধু ধু রজতের শৃঙ্গ, পূর্ণযোগে প্রকৃতি মগনা,
নিবাত নিষ্কম্প নভ, সমাহিত উদ্ভ্রান্ত চেতনা,
ঊর্দ্ধ হ'তে এ কি হর্ষ, এ কি স্পর্শ বক্ষে এ'সে লাগে,
বিশ্বের কি নব মূর্ত্তি, প্রাণে এ কি নব স্ফূর্ত্তি জাগে!
রজতকিরীটী এই হিমাদ্রির কন্দরে নিভৃতে
রজতগিরির মত যোগীন্দ্র কি বসি সমাধিতে?
ত্রস্ত, স্তব্ধ, মুগ্ধ গৌরী পূজে পদ প্রেমার্দ্র, তন্ময়,
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত চরাচর গণিছে প্রলয়!

---

* লোকে বলে 'সিঞ্চল'। সিংহের নখ-দন্ত কেশর কালের পাথরে চাপা পড়ে নাই, কে বলিতে পারে? ইহার উপরেই 'টাইগার-হিল'; এই শিখর হইতে 'গৌরি-শঙ্কর' দেখা যায়। সিংহের আসনে বাঘকে বসাইয়া নূতন পুরাতনের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা দেখে নাই ত?

† চলিত নাম মাউন্ট এভারেষ্ট'। (সভ্যতাকে ধন্যবাদ!)

(১৫)

দেখিনু পুলকাঞ্চিত, বহু নিম্নে উপত্যকা হ'তে
উঠিল পার্ব্বত্য রবি, এল যেন কিরণের স্রোতে
মহা জাগরণবার্ত্তা ; কোটী নিখিলের অভ্যুদয় !
এ আলো কি স্বর্গ সনে করা'ল ধরার পরিচয়,
সৃষ্টির এ প্রথম সৃজন ? এ আলোক পানে পুলকিত,
মানবের রসনায় দেব-ভাষা হ'ল তরঙ্গিত,
বেদমন্ত্র উচ্চারণে ? ক্রমে শেষে পাষাণের পটে
দেখিনু অস্তের ছবি,—যেন শান্ত বিরতির তটে
আসক্তি ডুবিয়া গেল ; আলো ধরি ছায়ার গলায়
গিরিবর্ত্ম বাহি' ধীরে নেমে গেল বিরাম-গুহায় !

(১৬)

কি স্বপ্নে যেতেছে খসে' মাস হ'তে দিনের লহর,
গেছে চিত্ত-বেলা ছেড়ে কোথা সরে' কর্ম্মের সাগর !
দেখি ক্রমে প্রসারিত, প্রতিদিন অগ্রসর কাছে
বরফের ধবলিমা ; দেখিতেছি নিত্য আগে পাছে

গৈরিক

সহস্র বিদায়-যাত্রা; হেমন্তের সীমান্তে এখন,
তীক্ষ্ণ হিম-বায়ু রটে শীতের আসন্ন-আগমন।
ছেড়ে দাও, হে প্রকৃতি, লোকালয়ে ফিরিব এ বেলা,
স্বার্থ যেথা পরমার্থ, রূপ-চর্য্যা—তুচ্ছ ছেলেখেলা;
পুন দেখি, চেতনারে ডুবাইয়া স্বপ্নাহত প্রাণ
অনন্তের অন্ধকারে করিয়াছে একান্তে প্রয়াণ!

নতুন মানুষ।*

কে বলে তুই নতুন মানুষ?
তুই যে সোনা, আমার ভোরের পাখী!
ঘুমের ঘোরে সোনার স্বপন সম,
নূতন প্রভাত আন্‌লি প্রাণে ডাকি।
ঘুমিয়ে ছিল আমার পদ্মবনে
মুকুলগুলি অলস অবশ প্রাণে,
কখন তারা উঠ্‌লো বিকসিয়া
তোর সে আধ গুঞ্জরণ-গানে!
আমার আকাশ ছিল আঁধার হ'য়ে
বুকে নিয়ে উদাস সৃষ্টিছাড়া,
কোথা হ'তে আশার কুহক লয়ে
কখন রে তুই দিলি আলোর সাড়া?
অনেক দিন—শুক্‌নো দুটি আঁখি,
প্রাণটা ধূ ধূ মরুভূমির সমান;

---

* আমার কনিষ্ঠ পুত্র।

গৈরিক

কোথা থেকে নতুন ভাবের রসিক
প্রেম-সাগরে তুল্‌লি রসের তুফান!
পড়্‌ছে মনে অনেক কালের কথা,
কবিতার প্রথম সে উচ্ছ্বাস,
আর কিছুর বা ধারি নাই রে ধার,
কাব্য লেখা চল্‌ছে বারো মাস!
উৎস উঠ্‌তো তখন হৃদয় ফেটে,
জোয়ার আস্‌তো পরাণখানি ভ'রে,
নিজের লেখা আঁখির জল দিয়ে
পড়া হ'ত কি নেশারই ঘোরে!
এখন শুধু মনে পড়ে এই—
কবি কে এক ছিল আমার মত,
কি যেন সে লিখ্‌তো খেয়াল-বশে,
হায় যেন তার সে মহিমা গত!
কাব্য দিয়ে কাড়্‌তো ভালবাসা!—
—বল্‌তো যারা লোকটা লেখে ভালো,
তারাই আবার বল্‌ছে,—আহা, কবি,
নিবিয়ে এলে কোথায় তোমার আলো?

গৈরিক

কোথায় তুমি, ওগো আমার শিখা!
ছেড়ে গেছ কিসের অপরাধে?
আঁধার প্রাণে আবার ওঠ জ্বলি,'
ডুবাবে আর কতই অবসাদে!
ভাটায় প'ড়ে—বেঁচে আছি ম'রে,
চারিদিকে শুন্‌ছি জলের ডাক;
কোথায় তুমি জোয়ার! এস জোয়ার,
এস প্রাণে বাজিয়ে তোমার শাঁখ।
ভাসিয়ে নাও আবিল আকুল স্রোতে
নাই ক যাহার আদি কিম্বা মূল,
নূতন জলে দেব জীবন ঢেলে,
যাব ভেসে, নাই বা পেলেম কূল!
আকাশ ছেয়ে তেম্‌নি মেঘের শোভা,
বাতাস আছে তেম্‌নি গন্ধ ভরা,
গোলাপ-বাগে জমাট গীতের আসর,
স্থির-যৌবনা আজো বসুন্ধরা!
বুকের মাঝে নেচে উঠে শোণিত,
রোমাঞ্চিত সারা পরাণখানি,

বোবা যেমন রূপের স্বপন দেখে,
—বুক ফাটে তার প্রকাশ নাহি জানি'।
মনের মাঝে ওঠে হাহাকার—
হে প্রকৃতি, কবি তোমার নাই,
কাব্য-কুঞ্জে আগুন দিয়ে' কবে
মাখ্‌ছে প্রাণে সেই শ্মশানের ছাই!

এমন সময় ঘুম-ভাঙ্গানো সুরে
কে তুই এসে বল্লি,—কবি, জাগো!
বাণীর চরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে
বল্‌ছে কে রে, দেবীর প্রসাদ মাগো?
পড়্‌লো মনে,—হায় রে সাধের বীণা!
অযতনে ধূলায় তোমার স্থান!
অভিশপ্ত কবির হাতে পড়ে'
বীণা রে, তোর এতই অপমান!
আকাশ পানে রেখে দুটি নয়ন,
মেঘ-সাগরে চিত্ত ক'রে হারা

গৈরিক

অবিশ্রান্ত বারিধারার সাথে
মিশাতেছি মুগ্ধ আঁখির ধারা।
আবার আমায় পেলাম কি রে ফিরে,—
সাত-রাজার-ধন, গেছিল যা খোয়া?
নয়ন-জলে হয়েছে কি আজ
মানসী, তোর চরণ দুটি ধোয়া?
কি বল্‌তে ছাই বল্‌ছি কি যে আমি,
চাঁদ, এও কি নয় তোরি স্তব?
আজ যে আমার বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বেজে উঠ্‌ছে নানান্তর রব!
তোর কীর্ত্তি তবু করতে হবে জাহির,—
জোর হুকুম তোর!—খাচ্চি যবে নুন,
——তুমি ব'সে শুন্‌বে গদিয়ান,
আমিই ক'ষে গাইব তোমার গুণ!
'হাঁটি হাঁটি' সুরে সারা বাড়ী
আদুল গায়ে ঘুরিস্ যখন, যাদু,
দেখায়,—ছোট্ট নাগা সন্ন্যেসীটী,
কাজগুলো তোর নয় যদিচ সাধু!

গৈরিক

'আনো'! 'আনো'!—সারাদিন এই বুলি—
নন্দের লোভী দুলাল নোয়াঁন্ ঘাড়!
—ঠাকু'মার ত নাই কিছুতে ত্রাণ,
খাবারের তাঁর ঝুলি শুদ্ধ সাবাড়!
হাম্না দিয়ে মিছ্রীর শিশি ভাঙ্গা!
—মা তোর দেখে' বকে,—মিষ্টি-খোর!
আমি বলি,—অয়ি চোর-মাতা,
ব্যাটা তোমার বিশ্বমধু-চোর!
ছোট ঠোঁটের ছোট্ট চুমা নিয়ে
তোর মা'র সনে মোর কাড়াকাড়ির পালা!
খোকন, তোর চুমো যেন কোন্ স্বরগের তাড়িৎ!
বড়ই স্নিগ্ধ মিষ্ট তাহার জ্বালা!
নূতন দাঁতের শোভা বিকাশিয়া
কপট কোপে ভয় দেখাস্ তুই যবে,
ভাবি, আহা, র‍্যাফেল হ'তাম যদি?
ছবির মত ছবি আঁকতাম্ তবে!
কবির মত, ছবির মত ঠিক—
ঢুল্ ঢুল্ তোর ডাগর ডাগর চোখ,

গৈরিক

ও কি সুধাসিন্ধু-মথন-করা
আদি কবির আদিম ছুটি শ্লোক ?
আসিস্ যখন কালী-ধূলোয় সেজে,—
সারা গায়ে রূপের পদ্ম ফোটে !
ওপরকার সে আভে ঢাকা মায়া
হঠাৎ যেন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে !
তোর হাসির গাঙ্গে যখন ডাকে বান,
দু'চোক ভ'রে ভুঞ্জি রে, সে হাসি,
——জগৎ যেন সুখের একটী 'ফটো',
প্রাণটা যেন শুধুই জ্যোৎস্নারাশি !
ঠোঁট ফুলিয়ে কি যেন কি খেদে
গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদিস্, বাছা, যবে,
স্বর্গ যেন আঁখি দিয়ে গ'লে
মোদের গৃহে আসে কলরবে !
স্ফূর্ত্তি নাহি ধরে ও বুকটুকে—
নাচিস্ ফুলিয়ে মোমের মত গাল,
মনে হয়, কোন্ স্বপনপুরের নূপুর
ছন্দে ছন্দে রাখে তাহার তাল !

আবার দেখি, মুখটী ক'রে ভার
জুড়ে' দিলি মনের সাথে খেলা,
আছিস্, যেন ভোলা-মহেশ্বর,
ভাব-সাগরে ভাসিয়ে সাধের ভেলা!
ওপারের সব তাজা স্মৃতির ঢেউ
আঘাত তখন করে বুঝি প্রাণে!
মনটা কি তোর বড়ই ওঠে কেঁদে,
উধাও হয় কি পুরাণ প্রেমের টানে?
—কিম্বা, তরুণ কবি আবেগ ল'য়ে
নেশায় যথা মাতাল হ'য়ে ফিরে,
আপনি গড়ে, আপনি আবার ভাঙ্গে,
হয় না গড়া সাধের মানসীরে!
কি তোর ভাব, তার সে প্রকাশ-ভাষা?
না জানি সে কেমন অপরূপ!
ধ্যানের সীমান্তে কি তাদের বাসা,
মানব-চিন্তা রহে যেথায় চুপ?
তোরি পায়ের চিহ্নটুকু ধরে'
ছেড়ে দেব সোজা আপনারে,

গৈরিক

অলিখিত অমর ছন্দে তোর
গাঁথ্‌বি না মোর ধূলির কল্পনারে ?
তুই কি আমার সোণার কাঠি, যাদু,
জাগিয়ে দিলি প্রাণে রূপের ছবি ?
বিশ্ব-প্লাবন প্রেমের অন্বেষণে
কল্পনারে ছুটিয়ে দিল কবি !
তুই যেন এক অনাঘ্রাত সৌরভ,
জড়িয়ে আছিস্‌ বুকের মাঝখানে !
না, তুই একটী সকরুণ গীতি,
সুধা ঢালিস্‌ প্রাণের কাণে কাণে ?
তুই যে কাঙ্গাল কবির পরশ-মণি !
নৈলে, ছাই কি সোণা হ'ত বল্‌ ?
——মানস যে আজ ভক্তের দেবালয়,
হঠাৎ প্রাণটা পুণ্যে টলমল !
কনকচাঁপা হাত বুলিয়ে, প্রিয়,
ঘুম্‌, ঘুম্‌—তুই বল্‌ তো কাণে আবার,
শান্তি-মন্ত্রে চিন্তা স্তব্ধ হয়ে
লুটিয়ে পড়ুক্‌ চরণ-প্রান্তে তাঁর !

তার পরে, আয় ধন, আমার মাণিক,
বুকে আয় রে, নতুন মানুষ মোর?
নূতন প্রেমের তুই যে নূতন প্রেমিক,
তুই যে আমার সন্ত-চিত্তচোর!

* * *

থামো, থামো,—ভেবে দেখি,—
ছিলি না কি তুই কাছে কাছে?
জন্মে জন্মে আশা তৃষা ল'য়ে
ফিরি নি কি তোরি পাছে পাছে?
কোথা ছিলি, নিরদয়,
এতদিন পাই নি যে দেখা?
অজানিত বিরহের চিতা
দগ্ধ মোরে করিয়াছে একা!
রবি-শশী-তারা-হারা,
রুদ্র, স্তব্ধ গভীর, গম্ভীর,
সৃষ্টিগড়া, সৃষ্টিহরা,
অনাদি, অনন্ত কাল-নীর!—

তারি কোলে ছিলি কি রে
 আপনারে হারাইয়া, মূঢ় ?
বুঝিবারে চেয়েছিলি
 অতলের কাহিনী নিগূঢ় !
কবে কোন্ ঊর্ম্মি সনে
 মেতেছিলি বিহ্বল ক্রীড়ায়,
ভাসায়ে আনিল তোরে
 দেবতার নির্ম্মাল্যের প্রায় !
অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
 এলি কি আলোর আশীর্ব্বাদ ?
কণ্ঠে আধ আলোকের কথা,
 অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির আহ্লাদ !
স্বর্গের অতিথি দ্বারে ?—
 এস পান্থ, আমাদের গৃহে ;
চুম্বা উঠে ওষ্ঠ ছাপি
 যেন কত জনমের স্নেহে !
এলে কি অমৃত হ'তে উঠে
 সপ্তসিন্ধুস্নাত সুধা-কণা,

গৈরিক

রোগে শোকে জর্জ্জর সংসার,

দিতে তার জুড়ায়ে বেদনা?

কি বার্ত্তা এনেছ বহি?

বল বল, ওহে আগন্তুক!

ভাষাহীন হাস্যে লাস্যে

বুঝাও সে রহস্য-কৌতুক!

তরুণ স্বর্গের স্মৃতি

বিস্মৃতিতে না হ'তে বিলীন,

এই ত সময়, সৌম্য,

ঘোষ* মর্ত্ত্যে সান্ত্বনা নবীন!

অত হাসি কেন, বন্ধু?

জয়যুক্ত বুঝি অভিযান!

হে অজয়, সে পাথারে

মিলিল কি পারের সন্ধান?

জরা নাই, ধ্বংশ নাই,

আছে কি এ হেন কোন দেশ,

প্রাণীর বিরামালয়?

জন্ম তবে কে বলে রে ক্লেশ!

গৈরিক

শুভ যদি পরিণাম,
দয়াসিক্ত ন্যায়ের বিধান ;
হে সংসার, দাও বিষ,
সুধা ব'লে করিব তা পান !
কি দুঃখ পতনে তবে,
থাকে যদি উত্থান আবার ?
আত্মার শোধনাগারে
ভ্রান্তি নিবে সত্যের আকার !
মৃত্যু কি অমর করে
মোদের এ ভালবাসা-স্নেহ ?
বিরহ কি দেয় চিনাইয়া
কোথা চির-মিলনের গৃহ !
হয় কি কর্ম্মের শেষ,
জন্মের কি আছে রে মরণ ?
নির্ব্বাণ কি চিরনিদ্রা ?
না, দুঃস্মৃতিহীন জাগরণ ?
ইচ্ছা কি শক্তিরে লয়ে বুকে
করে ক্রূর অদৃষ্টে বিজয় ?

মনোবল—রবিরশ্মি-ঘাতে
ভাগ্যাকাশে হয় চন্দ্রোদয় ?
——বলে যাও, নবযাত্রী,
আধ-আধ সঙ্গীতের প্রায়,
রহস্যের আধ-বার্ত্তা
আধ-স্বরে যদি বুঝা যায় !
বুঝি, আর না-ই বুঝি,
শুনে' যাই নিরক্ষর ভাষা,
চেয়ে চেয়ে হাঁসি দেখে'
অশ্রুনীরে মিটুক্ পিপাসা !
মাথার উপর দিয়া
ভাসিতেছে মেঘের বহর,
নব বরষার সনে
মিশিতেছে প্রাণের লহর !
ক্রমে, ধীরে শান্ত হবে
কল্পনার উদ্ভ্রান্ত বেদনা ;
দেখিব, নিকটে তুই ; স্বপ্ন নো'স,
আনন্দ-চেতনা !

ভূস্বর্গে কয়েকটী দিন। *

ভেবেছিলাম, বল্‌ব না সে কথা
ফলেছিল রূপের যে স্বপন!
ভেবেছিলাম, প্রাণের জিনিসটুকু,
প্রাণের মাঝেই রাখ্‌ব চির গোপন।
ভাব্‌তাম, সুখ থাক্‌বে স্মৃতি হ'য়ে,
নিজের লাভ খতিয়ে দেখ্‌ব নিজে,
বল্‌তে গেলে কণ্ঠ হ'বে রোধ,
চোখ্‌টা সুধু উঠ্‌বে ভিজে ভিজে!
দেখেছিলাম ছবির মত দেশ,
কবি-জন্ম করেছিলাম সফল,
এ জীবনে বহু ঝুটা ঘেটে,
পেয়েছিলাম একটী মাণিক আসল।

---

* কাশ্মীরের ভূস্বর্গ আখ্যা অতিবাদ নহে।

গৈরিক

ধরার মাঝে ভারত যেমন সেরা,
ভারত মাঝে এ দেশটীও তাই,
কবি কিম্বা শিল্পীর কল্পনায়,
এমন ছবি নাই রে বুঝি নাই!
যুগে যুগে এই স্বরগে এসে,
অনেক ভাবুক হ'য়ে গেছে কবি,
অনেক রসিক ভাব-প্রেরণা পেয়ে,
শিল্পী হ'য়ে আঁক্‌ল অমর ছবি।
প্রকৃতি এই রূপরাশির লাগি',
কঠোর তপ করেছিল কা'র,
স্বর্গ যেন টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে,
ধরার গায়ে ছোট্ট ফটো তা'র।
ওপরের সেই প্রীতি-উপহার,
পুণ্য সম জ্বল্‌ছে ধরার ধূলে,
দেশ-বিদেশের কত সাধক এসে,
ছবির ছবি নিয়ে যাচ্ছে তুলে।
নাম শুনে' যা'র পাগল করে প্রাণ,
চোখের দেখা দেখ্‌তে হ'বে তায়,

গৈরিক

দিলাম একদিন নিজকে পথে ছেড়ে,

কল্পনার সে রূপরাশির পায়।

মা, স্ত্রী, (সোণার অজয় নাই তখনো !)

আর দুটী স্নেহের পুতুল সাথে।

—স্বর্গে যদি প্রিয়জন না থাকে,

তেমন্ স্বর্গ থাকুক্ আমার মাথে !

এ দিকে ত খাড়া উঁচু পাহাড়,

অন্যদিকে গভীরতম খাত.,

তা'রই মাঝে অফুরন্ত পথ,

চল্‌ছি, নাই কিছুই দৃক্‌পাত।

হনুর বংশ পাথর দিচ্ছে ডালি,

নীচের দিকে চল্‌ছে সাথে পাতাল,

কখন্ মৃত্যু সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়,

বলে, নেশা ভাঙ্গ্ রে এবার, মাতাল!

কিসের লোভে ছুট্‌ছি আকুল হ'য়ে,

নিজের কাছেই যায় না তাহা বলা !

এমন শীতেও শিশু দু'টীর আহা,

বারে বারে শুকিয়ে উঠ্‌ছে গলা।

গৈরিক

মেয়েটী ত পড়্‌ল একদিন ঢ'লে,
বড়ই কাতর হ'য়ে পথের শ্রমে
সে রাত্রিতে ওদের আহারটুকও,
জুট্‌ল না আর ভাগ্যে কোন ক্রমে!
যতই তা'রা চাপতো কিছু নয়,—
যতই তা'রা সইতো হাসি মুখে,
ততই নিজকে ভাব্‌তাম্ অপরাধী,
কেমন করে' উঠ্‌তো যেন বুকে!
মনে হ'ত, কেউ কি এমন আসে,
প্রাণের ধন সব পথে দিতে ডালি,
হৃদয়ের খাত্ ভর্‌তে গিয়ে এবার,
দীর্ণ বুক বা হয় রে শেষটা খালি!
তখন মনে হয়নি, কেউ যে আছে,
আগুলি' সে চল্‌ছে সাথে সাথে,
আজ্‌কে বড়ই পড়্‌ছে যেন মনে,
বিপদভঞ্জন অনাথের সেই নাথে।
দ্বিধা বল্‌তো,— চা'স্ যা, তা কি পাবি,
ভুল যে হঠাৎ ভাঙ্‌বে ক্ষ্যাপা ওরে,

গৈরিক

আকাশকুসুম তুল্‌তে কোথা যাবি,
কোন্ আলেয়ার আলোর পাছ ধরে' !
আবার ভাব্‌তাম দেখে উর্দ্ধ নীলে
ঢেউ-খেলানো গিরির দীর্ঘমালা,
নীচে ধু ধু শ্যামল উপত্যকা,—
কাছেই বা সে শোভার চিত্রশালা !
দেখা দিল বিতস্তার ক্ষীণ রেখা,
ক্রমে রেখা বেণীর মত দেখায়,
পাষাণের বুক চিরে সুনীল ধারা,
কল্লোলিয়া কোথায় বয়ে যায় ?
'বার্চ্চ' সারির মাঝে যেথা শোভে
ধব্‌ধবে এক ধরার ছায়াপথ,
চলে গেছে ধু ধু ভূ-স্বরগে,
প্রবেশিল সেথায় মোদের রথ ।
এলাম, এলাম, আর ত দেরি নাই !
ধুক্ ধুক্ ধুক্ শুন্‌ছি বুকের কাছে,
পথ যে আর ফুরা'তে না চায়,
স্বর্গের সিঁড়ি কতই যেন আছে !

হঠাৎ কোথায় যাত্রা হ'ল শেষ,
চিন্‌তে সে ঠাঁই রইল না আর বাকী,
প্রথম দেখায় নিজকে দিলাম ডালি,
জুড়িয়ে গেল প্রাণের লক্ষ আঁখি।
চারিদিকে নীল পাহাড়ের ঢেউ,
কুমুদ-কহ্লার-ছাওয়া হ্রদের বেণী,
পারে তাহার শালীধানের ক্ষেত,
বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট গাছের শ্রেণী।
নেমে আস্‌ছে পাহাড়ের বুক্ ভেঙ্গে,
সোঁ সোঁ শব্দে স্বচ্ছ জলের প্রপাত,
পাহাড়ের ঠিক পাছেই থম্‌কে মেঘ,
মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে সে উৎপাত!
ফলে' আছে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর,
ডালিম-বাগে জোয়ার লেগেই আছে,
পিচের শাখায় নূতন কুঁড়ির শোভা,
রাঙ্গা রাঙ্গা আপেল ঝোলে গাছে।
পেয়ারা পিয়ার পাশাপাশি পেকে,
উড়াচ্ছে কি মিঠে একটী সৌরভ,

ন্যাশপাতি, সেউ ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে'
ছড়াচ্ছে কি মেওয়া-বাগের গৌরব!
এলাচ-মুকুল আধ-আধ ফোটা,
মধুর গন্ধে কুঞ্জ আমোদ করে,
কিস্‌মিস্‌ গুলি পাতার আড়াল থেকে
বঙ্গবাসী পথিকের মন হরে।
সবুজ ঘাসে ছাওয়া অধিত্যকা,
থাকে থাকে ঢেউ খেলিয়ে তা'র
ডেলিয়া ও ভায়লেটের সারি,
ফাঁকে ফাঁকে ক্রোটন ঝাড়ের বাহার।
ফুলকুলের রাজা ম্যাগ্‌নোলিয়া
ফুটে আছে খোস্‌বো খুলে বাগে,
ফুলের শোভা, না সেই গাছের শোভা,
কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখি আগে!
দু'দিক দিয়ে লতা-গুল্মের বেড়া,
চলে' গেছে মাঝে সরু বীথি,
শ্যামলার শ্যাম যুগল বেণীর মাঝে
শোভা পাচ্ছে শুভ্র একটী সিঁথি!

গৈরিক

দুর্লভ সুখের মত কচিৎ কোথা
চোখে পড়ে পল্লী-পথে যেতে
পাকা সোণার কেঁশর-শোঁভা বুকে,
জাফ্রাণ-কলি ফুট্‌চে ক্ষেতে ক্ষেতে!
লাদাক্ হ'তে চামর-পুচ্ছ ঘোড়ায়
কস্তুরীভার আসে যেমন নেমে,
চিত্রল হ'তে দুধের মত ধারা
তেম্‌নি নেমে গেছে হেথায় থেমে।
এখানে সেঁই হিমালয়ের পালা
চামর-পুচ্ছ চমরী গাই বেড়ায়,
সেই তিব্বতী অজরাজের কুল
উঁচু শৃঙ্গ লাফে লাফে ডেঙ্গায়।
বিখ্যাত সেই 'চেনার' তরুর কোটর
কুটীর বলে' হয় যেন ভ্রম,
প্রকৃতির সে ধর্ম্মশালায় এসে
কত শ্রান্ত পান্থ হরে শ্রম।
'চেনার' পাতার মাঝে বিদ্যমান
মহা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কারিকরি,

গৈরিক

আমরা ওস্তাদ ছবির ছবি গড়ে',
তারি বড়াই বাইরে জাহির করি!
গোলাপকুঞ্জে ঢেউ খেলিয়ে যায়
ফুল-জনমের যেন রাঙা হাসি,
পাহাড়ের কোল থেকে নামে হ্রদে
সাদা মেঘ, না কলহংস রাশি!
পরীর মত নারীর মুখ-ছবি,
আপেলের ন্যায় লাল্ টুক্‌টুকে গাল,
জাফ্‌রাণ তুলতে যখন ক্ষেতে আসে,
লালের সাথে মিশিয়ে যায় লাল।
কাঠের মস্ত হামালদিস্তায় ফেলে'
ধান ভানে, গুনগুনিয়ে গায়,
বুকের কাছে 'কাঙ্‌রী' নিয়ে ঘোরে,
কাজের সাথে মিঠে আগুন পোহায়।
ফুলের মতন তাজা জীবনগুলি
বিকাশ পাচ্ছে মুক্ত আলোক পানে,
নাই ত তাদের পর্দায় ঘেরা খাঁচা,
হাওয়ার মত স্ফূর্তি সতেজ প্রাণে।

গৈরিক

কাশ্মিরীণীর কালো আঁখির মত
বিতস্তার জল নেবার ছলে আসি'
কাশ্মীর-কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ কুসুম যত
সাফ করে' যায় কৃষ্ণ কেশের রাশি !
স্বাস্থ্যদীপ্ত লাবণ্যে ঝল্‌মল্‌,
রক্ত যেন ফেটে পড়ে গায়,
যৌবন যেন করে কোলাহল
অঙ্গে অঙ্গে অটল মহিমায় !
লাল টুক্‌টুকে শিশুরা গাছ বেয়ে
আখ্‌রেট্‌ ভেঙ্গে খায় শিস দিয়ে,
হৈ হৈ করে' জনার ক্ষেতে পড়ে'
কট্‌কটিয়ে ভুট্টা চিবায় গিয়ে।
কুঁদে কাটা মর্ম্মর মূর্ত্তি যেন,
কাশ্মিরী দ্বিজ, রংএ ফোটে গোলাপ,
জাফ্‌রাণের লাল তিলক জ্বলে ভালে,
আর্য্যরূপের নিখুঁত ফটোগ্রাফ !
কোথা এতই রকম শিল্পকলা
এমন সূক্ষ্ম, এমন মনোহর,

গৈরিক

গড়্‌ছে বুঝি প্রকৃতি নিজ হাতে
কারুকাজের চারু কারিকর।
পশমী শালে 'চেনার' পাতার ছবি,
আখ্‌রোট্‌ কাঠের চেয়ার টেবিল গায়
ড্র্যাগন গুলি খোদা দেখ্‌লে, আজও
মনটা যেন খারাপ হ'য়ে যায়!
বিতস্তার ধীর স্রোতে মোদের তরী
কভু চলে, কভু ঘাটে লাগে,
শোভার মেলায় সুখের বিচরণ,
কোন্‌টী রেখে, কোন্‌টী ধরি আগে!
এলাম যে সেই মানস-সরোবরে,
কোথায় গেল কবিতার সেই কাল?
ফিরিয়ে দাও সে সাধের স্বর্ণ-যুগ,
যাও সভ্যতা, নিয়ে তোমার মাকাল!
এই গন্ধর্ব্ব সরোবর? কই সেই
কলহাস্য জলকেলির সনে,
জীবন-যুদ্ধে হেরে রাজ্যপাট
বেণু-বীণা কখন গেল বনে?

গৈরিক

আবার নৌকা চল্‌ল রে কোন্ পথে,
কোথায় এলাম ? এ কি মায়া-স্থান ?
একটী বিস্ময় না যেতেই দেখি,
আর এক বিস্ময় আকুল করে প্রাণ !
খট্‌খটে দিন রৌদ্রে ঝল্‌মল্,
রং বেরংএর বরফের তাজ শিরে,
'স্বর্ণমার্গ' উঠ্‌ল অভ্র হ'তে,
শিলায় অঙ্গে ইন্দ্রধনু কি রে ?
'অমরনাথ' অপূর্ব্ব ঠাঁই, সেথা,
তুষার নাকি শিবের মূর্ত্তি গড়ে !
এ জীবনে হবে কি আর দেখা ?
কখন যেন যবনিকা পড়ে !
উঠ্‌লাম গিয়ে উঁচু পাহাড় ভেঙ্গে
বিশ্বজয়ী শঙ্করের সেই মঠে,
ধর্ম্মযুগের দীপ্ত জয়-ধ্বজা
দেখ্‌লাম সেদিন আঁকা পাষাণ-পটে।
হরিপর্ব্বত ওই যে !—পাণ্ডবের
এই পথেই ত যাত্রা অসীমে,

গৈরিক

এই তীর্থেই পাঞ্চালীর শেষ গতি
পথের ক্লেশ আর দুর্ব্বিসহ হিমে।
অনেক প্রলয় গেছে উপর দিয়ে,
অতীত যেন পেতে পাষাণ বুক
রক্ষা করে' আস্‌ছে প্রাণপণে
মহাযাত্রার চরণ চিহ্নটুক।
কুরু-পাণ্ডব স্বপ্ন সম আজ,
রাজা, রাজ্য কারু রক্ষা নাই!
কোথা দিয়ে উঠ্‌ল কবে জ্বলে'
ভারত-নভে মোগল বাদশাই।
স্বর্গ ভেবে দীন-দুনিয়ার মালেক
গড়্‌ল হেথায় সাধের গ্রীষ্মাবাস,
হয় ত মুগ্ধ পে'ল এ দেশটীতে
নূরজাহানের মুখপদ্মের আভাস।
সিরাজীর সেই লালে লাল চোখে
ক্ষেতে জাফ্‌রাণ দেখ্‌ল সৌখীন যখন,
ভাব্‌ল, ওর ঐ একটী কেশর তরে
দিতে পারি ভারত-সিংহাসন!

গৈরিক

রং মহলে কতই কারিকরি
ফলিয়েছিল স্থপতীবিদ্যার,
শিস্ মহলে, গুলাব্ ফোয়ারায়
খুল্‌ত নিত্য রূপরাশির বাহার !
'নিসাত-বাগ্' পরীস্থানের মত
গড়িয়েছিল পরাণ ঢেলে হায়,
তরল-সুখের উৎস ছুটত সেথা
সকাল সাঁঝে হাজার ফোয়ারায় ।
কালো কালো পাথরের থাম দিয়ে
মর্ম্মর-বেদী গড়্‌ল কি শোভন,
প্রিয়ার সাথে দ্রাক্ষাসুধা পিয়ে
ব'সে ব'সে দেখ্‌ত রঙ্গিন স্বপন !
মোগল-পাঠান কোথায় গেল মুছে'
মহাকালের সতরঞ্চ খেলায়,
কবে হ'ল বেচা-কেনার শেষ
কল্লোলিত ঐশ্বর্য্যের সেই মেলায় !
'পরীভবন' দাঁড়িয়ে সুধু আজ
মোগল-বিভব করায় ধু ধু স্মরণ,

গৈরিক

'সলিমার-বাগে' হাজার ফোয়ারায়
উঠে বৃথা স্মৃতির নিবেদন।
কথন ভেঙ্গে গেল রূপের হাট,
শূন্য কক্ষ স্বপ্নঘেরা বুঝি,
পান্থ আজও কিসের ইন্দ্রজালে
মৃত-স্তূপে কা'দের বেড়ায় খুঁজি!
রং মহলের পাষাণ প্রাচীর ভেদি
উঠ্‌ছে করুণ কা'দের সে বিলাপ?
জড়িয়ে আছে প্রতি অনুটীতে
রূপের যেন বিদায়-অভিশাপ!
আজ ত ঝুটা চাঁদির মুকুট পরে'
উৎসকুলের রাজা 'চস্‌মাশাহী'
বক্ষ চিরে তোলে স্ফটিক-ধারা,
রটায় বৃথা সাধের বাদশাহি!
পান করেছি 'চস্‌মাশাহীর' ধারা,
পাইনি কোথাও জলের এমন স্বাদ,
রোগের বুঝি সঞ্জীবনী-সুধা,
স্নেহের যেন তরল আশীর্ব্বাদ!

গন্ধর্ব্বলোক হতে ভিড়ল্ তরী,
দেখ্‌লাম সে এক পটে আঁকা তীর,
তারই একটী বৃহৎ প্রান্ত জুড়ে'
পড়ে গেছে মহারাজের শিবির।
কাশ্মীরাধীপ কই ?—এ কি দেখি
হিন্দুরাজার ধ্বংশ-অবশেষ!
হরিষ-বিষাদ, সম্ভ্রম-বিস্ময় প্রাণে,
ভেটিলাম সেই স্বাধীন দেশের নরেশ।
শিরে ধবল উষ্ণীষ, শোভে গলে
শুভ্র উত্তরীয়, তিলক ভালে,
দেখ্‌লাম যেন সেকালের এক রাজা,
একাল যেন মিশেছে সে কালে।
ইনিই রাজা ? এতই সাদা-সিধে,
এমন মধুর, এমন অমায়িক,
ভারতের সেই পুরাণ ছাঁচে ঢালা,
মহামনা, রাজার মতই ঠিক!
মনে আঁকা সেই সহাস্য মুখ,
আপ্যায়ন আর বিনয় আদর যত,

তাঁহার রাজ্যে রূপ-সাগরে স্নান,
মর্ম্মে গাঁথা মধুর গানের মত।
দুটী মাসের, সুধুই দুটী মাসের,
সুখের ক্ষুদ্র শারদ প্রবাস যাপন,
হারুণ-অল-রসীদের যুগে যেন
দেখেছিলাম বোগ্‌দাদী এক স্বপন!
ভিড়্‌ছে এম্‌নি ঘাটে ঘাটে তরী,
বরফ পড়া সুরু কেবল তখন,
নীল পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় চূড়ায়
ধবল শোভার প্রথম সম্ভাষণ।
তুষার-কিরীট গিরির দুটী বেড়া,
মাঝে গেছে বিতস্তাটী বেঁকে,
তা'রই উপর ভাস্‌ছি তরী লয়ে,
জাফরাণের ঘ্রাণ আসে থেকে থেকে।
'ডল'-হ্রদে 'শিকারা'-ডিঙ্গায়
বাচ লাগিয়ে যেতাম দিনের মত,
পদ্ম-দলে কলহংস-কেলি,
তীরে ফলফুল, ঘাসের শোভা কত!

তালে তালে পড়্‌ত বৈঠাগুলি,
নায়ে নায়ে উঠ্‌ত সারি গান,
জীবনে কি দু'বার আসে কারও
সুখের স্রোতে, এমন সাধের ভাসান !
এত বরণ, এত গড়ন ফুলের,
সকাল সন্ধ্যায় বিকাশের কি ধুম !
চপল বায়ে উড়িয়ে জাতি-কুল
দোল খেল্‌ত কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম !
উচ্চ শিলাবেদীর উপর ব'সে
শুন্‌তাম একলা আবেশে থর্‌থর্‌,
মিশ্‌ছে বাঁশের মর্ম্মর-মূর্চ্ছনায়
ঝর্‌ণার গান—অশ্রু ঝর্‌ঝর্‌ ?
'চেনার'-শ্রেণী আমার মাথায় তখন
থাক্‌ত তা'দের পাতার ছাতা ধরি,
যেন আমার ধ্যানের দ্বারে খাড়া
তারা ক'টী সজাগ প্রহরী !
পূবে বেগ্‌নী পাহাড়ের বুক চিরে
উঠ্‌ত ভোরে কাঁচা সোণার রবি,

গৈরিক

আবার সাঁঝে গিরিবর্ত্ম বেয়ে
পড়্‌ত ঢলে' পশ্চিমে সে ছবি।
মনে আছে, সেদিন পৌর্ণমাসী,
ছাদে গিয়ে বস্‌লাম চুপটী করে,'
পূব্‌, পশ্চিম দুই আকাশের গোড়ায়
ধীরে ধীরে আগুণ উঠ্‌ল ধ'রে!
উদয়, অস্ত? না, দু'টী কবিতা?
সুখ? না, এ সুখের মত ব্যথা?
বিশ্বারতির এ কি যুগল প্রদীপ?
আত্মার এ যে অমর অভিজ্ঞতা!
সেদিন জ্যোছ্‌না নামছে ঢলে' গলে,'
রজত শৃঙ্গের থাকে থাকে থেমে
তুষারধারায় নেয়ে শীতল হয়ে'
পাহাড় বেয়ে ধেয়ে আস্‌ছে নেমে!
প্রাণের সিন্ধু উঠ্‌ল উথলিয়া,
বক্ষ-প্রাচীর ভেঙ্গে বুঝি যায়!
তা'র পরে?—সব চুপ!—এখান থেকে
স্বর্গ-স্মৃতির কাছে চির-বিদায়!

গৈরিক

কখন শুন্‌লাম কর্ম্মভূমির ডাক,
শোভার সভা ভঙ্গ জন্মের মতন,
কিছুই এখন পড়ে না ত মনে,
স্বর্গ হ'তে কবে হ'ল পতন !

ঝড়ের দিনে পদ্মা বক্ষে

হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস!
আর্দ্র নয় সে ঊর্দ্ধ-ধারায়,
ঊষর্‌ ধূসর মরুর প্রায়,
বিরস প্রাণের হাহার ন্যায়,
নিয়ে তীব্র পিয়াস
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস!

অধীর মেঘের নিবিড় স্তর
শুন্‌ছে যেন ভয়ে নিথর
বধির করে' বিশ্ব-কুহর
বাজ্‌ছে কালের কাঁস!

গৈরিক

অট্ট হাস্‌ছে আঁধার খালি,
পাথার দিচ্ছে করতালি,
এ কি নীরদ-বরণ কালী
সৃষ্টি করছে নাশ ?
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস !

নাচ্‌ছে যেন বিভীষিকা,
কাঁদ্‌ছে যেন প্রহেলিকা,
ডাক্‌ছে যেন মরীচিকা
পাকিয়ে মরণ ফাঁস ;

পাতাল ছেড়ে অনন্ত নাগ
দোলা কর্‌লে গাছের আগ্‌,
উড়িয়ে দিলে বালির ফাগ্‌
ছড়িয়ে বিষের শ্বাস,
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস।

মতির গতির নাই কোন ঠিক,
যেন কর্ণ বিহীন নাবিক,
অথবা দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক
ঘুর্‌ছে চারি পাশ।
এই সোজা, এই আবার ঘোরে,
প্রবল ধাক্কা আস্‌ছে জোরে,
প্রলয় যেন পরাণ ভরে'
কর্‌ছে লীলার রাস!
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস।
প্রকৃতির এই ত্যাজ্য ছেলে,
বিকৃতি নিজ হাতে পেলে,
ধরায় বুঝি দিল ফেলে
দেখ্‌তে জড়ের বিলাস।
হাম্বা কাঁদে—কই গোশালা?
লণ্ডভণ্ড খড়ের পালা,
উড়্‌ছে দুখীর কুঁড়ের চালা,
তরুতলে বাস;
হো হো হেসে ফির্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।

আর্ত্ত পাখীর কাতর ভাষা
উঠ্‌ছে ঘিরে ভগ্ন বাসা,
শাবকগুলির ভাগ্যে খাসা
নিরেট উপবাস !
খুনীর মত খুনের নেশায়,
মেতেছে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলায়,
জল-স্থল-ব্যোম মথে' বেড়ায়
খেয়ালের এই দাস !
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।
কর্ম্মনাশী বায়ুর হাঁক
বাড়ায় কীর্ত্তিনাশার ডাক,
উর্দ্ধে লাফায় ঢেউয়ের ঝাঁক,
ভাঙ্‌তে নীলের নিবাস !
পাক পড়েছে অধীর নীরে,
কুমারের চাক তরী ফিরে,
সমাধি তার দিতে কি রে
টান্‌ছে জলোচ্ছ্বাস ?
হো হো হেসে ঘুর্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।

ছুট্‌ছে কত তরীর হাল,
ভাস্‌ছে কারও ছাদের চাল,
উড়িয়ে নিল উড়ান' পাল,
ভাঙ্‌লো পালের বাঁশ,
রক্ত-তৃষায় পদ্মা মাতাল,
তরী নিয়ে চল্‌ল পাতাল,
বাজ্‌ছে রণবাদ্যের তাল,
নাই ক অবকাশ,
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।
শশ্মান-বহ্নি জ্বলে জ্বলে,
যাত্রীর আর্ত্ত কোলাহলে
পাষাণ বুঝি যায় রে গলে,
জলই সুধু উদাস!
ভূমিকম্পে যেমন করে'
প্রবল ধাক্কা আসে জোরে,
তেম্‌নি ধারা কাঁপে ও রে,
ধরণীর ক্ষীণ আশ!
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।

নাই রে নাই বিশ্বে প্রভু !
থাক্‌লে চুপ সে থাক্‌ত কভু !
যাত্রী, ডাক কা'রে তবু
হরণ কর্ত্তে ত্রাস ?
—উপর হ'তে হ'ল হঠাৎ
ডাকের সাথে ধারার পাত,
ভেঙ্গে দিল সব উৎপাত,
ধরার হা হুতাস !
সুধীর হ'য়ে গেল অধীর বাতাস।
ঈশ্বরহীন আত্মা যেমন
পেয়ে প্রজ্ঞা-রবির কিরণ,
জ্বলে' ওঠে করি ছেদন
তমের নাগপাশ !
অসীমের পথ হেঁটে হেঁটে
তিমিরের স্তূপ ঘেটে ঘেটে
তেমনি নীলের বক্ষ ফেটে
পূর্ণচন্দ্র-হাস।
সুধীর হয়ে গেল অধীর বাতাস।

জ্যোছনার গাঙ্গে ডাক্‌লো বান,
ভেসে এল বাঁশীর তান,
কোথা হ'তে পেল রে প্রাণ
শোভা-রাজ্যের সুবাস!
তবু প্রাণে বিষম ধন্ধ,
আলো-ছায়ায় যেন দ্বন্দ্ব,
ঘোচে না কিছুতে সন্দ,
যায় না অবিশ্বাস!
মধুর হ'য়ে বইতে লাগ্‌ল বাতাস।
হয়ত জীবের এই নিয়তি,
প্রলয় তাহার অধিপতি,
নাই আত্মার পরিণতি,
অনন্তে বিকাশ।
আলো দিয়ে তারা তারায়
—তাড়িত-ভাষায় খবর চালায়!
তেম্‌নি আলাপ আত্মায় আত্মায়
বৃথা বারোমাস!
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।

বল্ মা, তবে দাঁড়াই কোথা ?
প্রাণে দিয়ে প্রাণের ব্যথা
না বুঝে তুই যথা তথা
এম্‌নি যদি কাঁদাস্ !
যে মা প্রাণের শান্তি নাশি'
হাসিস্ অবহেলার হাসি,
সেই মা কখন আবার আসি
আঁখির ধারা মুছাস্,
প্রাণের কথা শুন্‌তেছিল বাতাস।
এই দেখি তোর মাতৃবেশ,
এই দেখাস্ বিমাতার দ্বেষ,
মায়ার তোর মা, পাইনা শেষ,
এই কাঁদাস্, এই হাসাস্ !
যখন দিয়ে সাগর পাড়ি
প্রবাস ছেড়ে যাব বাড়ী,
সেদিন বুঝি যাবে ছাড়ি
ভাগ্যের উপহাস !
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।

নিবি বা তুই কোলে তুলে,
জটিল যা সব, দিবি খুলে,
দেখ্‌ব মা, তোর পদমূলে
কোটি বিশ্ব প্রকাশ!
নখর-পদ্মে বিকশিত
রবি-শশী অগণিত,
কোটী গ্রহ আবর্ত্তিত
কত মহাকাশ!
চিন্তাস্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস!
দেখ্‌বো ঘুরে' ছায়ার লোকে,
নূতন দৃশ্য নূতন চোখে,
গভীর সুখে, অধীর শোকে,
পাব শুভ আভাষ!
যেথায় তর্‌ছে ধরার ধূলি,
অণুর পরমাণুগুলি,
সে অভয়-ক্রোড় দিবে খুলি'
স্নেহের চিরাশ্বাস!
চিন্তাস্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।

যা খুসী মা, শেষে দিও,
মুক্তি আমার হ'রে নিও,
জন্ম-ঘোরে ঘুরাইও,
হব না নিরাশ।
হেরে জিত্‌তে জীবন-রণে,
খাঁটি থাক্‌তে প্রলোভনে,
যদি দাও সব জন্মক্ষণে
ভক্ত প্রাণের বিশ্বাস !
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।
পূর্ব্ব-জন্ম না দিক্ দেখা,
অজ্ঞাতে সে কর্ম্ম-লেখা
আঁক্‌বে ভালে ভাগ্য-রেখা
ধরতে গতির 'রাশ' !
ডাকটি পড়লে যাব চ'লে
এ কোল থেকে মা'র ও কোলে,
মৃত্যুরে অমৃত বলে'
বর্‌বো তা'রি গ্রাস !
শুন্‌তেছিল প্রাণের কথা বাতাস !

সেদিন ঝড়ের অবসানে,
উঠ্‌বে পূর্ণচন্দ্র প্রাণে,
হবে মৃত্যুর বিজয়-গানে,
জীবনের শেষ নিকাশ!
শেষ, না অশেষ!—হ'ব যে পার
কত জন্ম-মৃত্যুর দ্বার,
কত পড়া, উঠা আবার,
তার পরে ত খালাস!
প্রাণের কথা সবই শুন্‌লো বাতাস।

———

মেঘ-রাজ্যের সংবাদ।

সাত হাজার ফিট উচায় চড়ে ঘাড়টা কল্লেম খাড়া,
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোঁফে দিলেম চাড়া!
ঠেক্‌ল নীচটা যতই নীচু, যতই না কি দূর,
মনে হ'তে লাগ্‌ল নিজকে ততই বাহাদুর!
বন্ধুর পথে শেষে যখন ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া,
মনে হ'ল, সংসারটার পরোয়া রাখি থোড়া!
'দুদিনের বৈরাগী যেন পেরসাদ বলেন ভাত্‌কে.
নূতন পৈতাওয়ালা যেন ভেঙ্গান নিজের জাত্‌কে!'
এম্‌নি যা হয় ব'লো; কিম্বা হাস্‌তে হয় হেস,
তার আগে ভাই, একবার তুমি এই পাহাড়ে এস।
বুঝ্‌লে, এটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সদ্য আরাম,
যুবার যেন কল্প-কুঞ্জ, বৃদ্ধের সান্ধ্য বিরাম!
কথা শুনে হাস্‌ছ? বল্‌ছ,—সেই ত দার্জ্জিলিং,
নূতন রূপ ত বেরোয় নি তার গজায় নি ত শিং!—
আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে,
খেলা কর্‌তে গিয়েছিলাম, কেঁদে এলাম শেষে!

পথের শোভাও কি এক চোখে দেখ্‌লাম যেন এবার,
পুরাণ ছবি নূতন হ'য়ে দেখা দিল আবার।
উঠ্‌ছে ও কি বোঝাই ট্রেণ, ঘুরে ফিরে ধেয়ে,
না, বাসুকীর বংশধর চড়্‌ছে পাহাড় বেয়ে ?
পুরাণ বন্ধু পাগ্‌লা-ঝোরার সঙ্গে পথে দেখা,
হো হো হাস্তে বিজন স্থানটী মাত কচ্ছিলেন একা ;
ছেলে পিঠে নেপালিনী নামে যেমন সোজা,
ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে নিয়ে জলের বোঝা।
আবার বলছি, সাত হাজার ফিট উঁচু পাহাড় চড়ে,'
মনটা গেল চুরি, গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে'।
উঁচু দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন
উঁচু হচ্ছে ! নিজকে যেন ঠেক্‌ছে নূতন-নূতন !
মেঘের রাজ্যে কল্পনাও ঠিক ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া,
রাশটা শুধু ছাড়, বস, লাগবে না আর কোড়া !
হঠাৎ দেখবে, সোণার ভাব সব ছাড়া-মেঘের প্রায়,
আভের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে-উড়ে বেড়ায়।
বল্‌বো আর কি, প্রথম দিনেই মায়া-রাজ্যে ঢুকি'
আমার দুটী খোকা আর একটী মাত্র খুকী

কি এক রকম হ'য়ে গেল ; ভাবে, আর কি ছ্যাথে,
বুঝি তাদের প্রাণটা কি এক নূতনতর ঠ্যাকে।
নীল পাহাড়ের ফ্রেমে অাঁটা, আভের কাঁচে ঢাকা,—
ভাবে, দেশটা ছবি একটী—সোণার পটে অাঁকা!
একরত্তি সেই বীরবর, যিনি সবার ছোট,
স্রধু ছুটী বসন্তের সেঁ চারা ফোট'-ফোট'
মায়ার রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মূর্ত্তি,
কচি বুকে ধরে না তার যেন তরল ফুর্ত্তি!
ঠেলা-গাড়ী নিজেই ঠেলে' পাহাড়ে' পথ ভাঙ্গে,
যেন খুসীর বান ডেকেছে তার সে কচি-গাঙ্গে!
ফুটফুটে মুখ—লাল! তবু বল্‌বে না সে,—'থাক্'!
একরত্তিটীর বিক্রম দেখে' সবার লাগে তাক্।
বড় খোকাও কম নয়, সে ঘোড়ায় চাপে যখন,
দিদির দিকে গর্ব্বে চেয়ে, মুচ্‌কে হাসে তখন।
ভাবটা,—দিদি, দেখ আমি কেমন মস্ত সোয়ার,
তোমার মত মানুষ-ঘোড়ার থোড়াই ধারি ধার!
দিদি বলেন,—রেখে দাও না, ঘোড়া, না ও 'টয়,'
বড় বড় ঘোড়া চড়্‌তেও আমার নাই হে ভয়।

নেচে নেচে ওঠা-নামা, সে 'ডাণ্ডি' ত মা'র !
'রিক্‌স' ঠাকুমার, তা হোক্ !—ঘোড়াই প্রিয় আমার।
বোন-ভাইদের একটী জায়গায় ভারি কিন্তু মিল,—
পাহাড়ের রূপ দেখ্‌তে সবার দিলে মিলে দিল।
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়ে মেঘ সাদা সাদা,
পাহাড় উঁচায়, মেঘ নীচে, মেঘ গুলো কি গাধা !
শুনে' ভাব্‌ছো,—লোকটা খালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে,
সত্যি বল্‌বো, ছোট্টটুক, যে টলে' টলে' চলে,
সেও যখন আকাশ-সরে কিরণ-কমল ফোটে,
নীল-শিখরের সাদা মেঘ মাথায় করে ওঠে
কাঞ্চনের এক শৃঙ্গ ! আর, তাহারই ওপর,
শুক্ল মেঘের থাকটি গিয়ে ধরে নীলাম্বর,
অম্‌নি সোণামুখে ফোটে কত ছড়া, গান,
শিশুর কাছেই আগে পৌঁছে প্রকৃতির আহ্বান !
নিসর্গের যে নিখুঁত ফটো—স্বচ্ছ বুকেই ওঠে,
বৃহৎ যা, তা কচি প্রাণেই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে।
আমরা দেখি সৌন্দর্য্যেরে বিচারকের চোখে,
ভবের হাটে সওদা কত্তে বিজ্ঞেরা যাই ঠকে !

গৈরিক

মেকি নিয়ে মাতি, সার হয় খুঁটি-নাটি ঘাটাই,
আলোচনায় চোটে শেষে কলম গলা ফাটাই !
শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে কাট্‌ত আমার বেলা,
তা'রা তিনটী, আমি একটী, চার পাগলের মেলা!
এর মধ্যে কত কাণ্ড, নালিশ, কয়েদ্‌, বিচার,
এই সাজ্‌ছি অপরাধী; এই সালিশ আবার !—
ও আমারে চিম্‌টী কাট্‌লে, সে ডাক্‌লে গাধা !
ও আমারে কলো বল্লে, নিজে ভারি সাদা !—
একরত্তিটী জাঁদুরেল্ল, অতর ধারে না সে ধার,
তার কাছে সব 'কোর্ট মার্শাল,' এক কথাতে বিচার !
ক্ষমা কর, পাঠক, কথা বেড়েই সুধু যায়,
পিতা আমি, পিতা যারা, বুঝ্‌বে তারা আমায়।
সাতটী নয়, পাঁচটী নয়, আমার তিনটী ধন,
এদের কথা বল্‌তে বল্‌তে হয়ে যাই যে কেমন !
বুঝি, এটা দুর্ব্বলতা ! পরের এত কথা,
শুনতে কার বা দায় পড়েছে, এতই মাথা বাথা !
তবু এটা অতি সত্য, আমার গোলাপ-গাছে
তিনটী কুঁড়ি আলো করে' শোভা করে' আছে !

এদের নিয়ে গর্ব্ব ভরে কাটে আমার দিন,
সাতটী নয়, পাঁচটী নয়, সুধুই তারা তিন!
এদের সাথে বিভোল হ'য়ে খেল্‌ছি সারা বেলা
প্রকৃতির এই লীলা-কুঞ্জে, সাধের হোরি-খেলা।
পাহাড় থাকে অবাক্‌ হ'য়ে মোদের পানে চেয়ে,
মেঘেরা সব কাছে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান,
বয়ে' আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান।
ভুটিয়াদের নাচের চোটে পাহাড়টা গুলজার
হিমালয়ের ছেলে-মেয়ের স্নেহের অত্যাচার!
বড় খোকা 'ফিলজফার' চুপটি করে আছে,
হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—'দিদি ওই যে মেঘের পাছে
আকাশ গিয়ে যেখানটীতে হ'য়ে গেছে শেষ,
হয়ত সেটা এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ!
দিদি একটু বৈজ্ঞানিক, বলে,—বাবা, খোকা
শুন্‌লে, বল্‌ছে কি? ও ত আস্ত একটী বোকা!
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু,
নাই যাহা, কি আর থাক্‌বে সেই শূন্যের পিছু!

ছোট্টুকু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—'খোকা বোকা' ব'লে,
'ফিলজফি' ভেসে গেল, হাসির মহা রোলে!

নতের মাঠে মেঘ-দৌড়! ছুট্‌ছে সেদিন মেঘ,
উপর নীচ মুছে ফেলে ক'র্‌লে যেন এক।
লুকিয়ে ফেল্লে, বেমালুম ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা,
ঢাক্‌ল উঁচু পাহাড়ের সেই ঢেউ-খেলান' মালা।
আভের আঁধার মগ্ন হ'ল, যেন একটী সাগর,
নাই গর্জ্জন, নাই নর্ত্তন, পাটীর মত নিথর।
ক্ষুদ্র গৃহকোণটী যেন ছোট একটী তরী,
আমরা চারজন চড়নদার যাচ্ছি পাড়ি ধরি'।
নাই রে নাই, কুল ত নাই; নিরুদ্দেশে কোথায়
স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছি ভাসানের এক নেশায়!
একরত্তির হাতে যেন আছে তরীর হাল,
কারণ, তারই বেশী জানা ওপারের সব চাল,
উঁচায় আঁধার, নীচে পাথার, হয়ত ভেসে ভেসে
হঠাৎ গিয়ে উঠ্‌ব আমরা মেঘমালার দেশে।

সাথে সাথে মনে এল, মেঘমালার গান,—
এক কন্তে রাঁধেন বাড়েন, তিন কন্যে খান।
কবে হ'ল কেন হ'ল, মেঘমালার দেশ?—
ছেলেবেলার এ জিজ্ঞাসার হয় নি আজও শেষ।
কেমন সে দেশ?—নাই কি সেথা রাত্রি আর দিন?
চাঁদ নাই, পূর্ণিমা নাই, আকাশ উদাসীন?
আর মানুষ কি পাষাণ হ'য়ে আছে অভিশাপে?
তাদের শ্বাস কি উঠ্‌ছে জ্বলে' নীরব পরিতাপে?
আভের বালিশ শিথান দিয়ে, শুয়ে প্রবাল-খাটে
কি স্বপনে তিন কন্যার প্রহরগুলি কাটে?
কখন দেয় সুধার ছড়া আঙ্গিনার চা'র ধারে,
পান্নার প্রদীপ জ্বালে কখন মোতির দীপাধারে?
দুধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে যায়,
মণি-বেদীর উপর ব'সে কেশের রাশি শুকায়?
মুক্তার রেণু দিয়ে কখন রুচির অঙ্গ মাজে,
হীরার মুকুর কাছে রেখে কেমন বেশে সাজে?
ইন্দ্রধনু রঙ্গের ঝিক্‌মিক্ হাওয়ার সাড়ী পরে'
মেঘের রথে চড়ে তারা সপ্ত আকাশ ঘোরে!

গৈরিক

বিদ্যুতের চক্‌মকি ঠুকে' জ্বালায় তারার বাতি,
কি রূপকথা ক'য়ে তারা কাটায় দীর্ঘ রাতি?
কখন্ তাদের রাত পোহায়, পাখী করে গান,
কেমন করে সূর্য্য ডোবে, বেলার অবসান?
কিম্বা মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্যা প্রভাত,
আকাশজোড়া আঁধার সুধু ফেরে সাথে সাথ!
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর,
স্বপ্নে ছাওয়া, মায়ায় নাওয়া নিস্তব্ধতার পুর?
না, সে ঝঞ্ঝা-বজ্র আর করকার ঘোর গহ্বর,
কালোবরণ প্রলয় আছে বেঁধে সেথায় ঘর?
ঠিক আলেয়ার আলোর মত বিদ্যুত-বাতি তার,
অন্ধকারে মাথায় যেন আরো অন্ধকার!
জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কন্যের দেশে,
ধরার মানুষ দেখে তারা মিলিয়ে যাবে হেসে!
বাবুইএর ঝাঁক্ উড়ে গেল হি হি ক'রে তখন,
দু' ভাগ করে' দিয়ে গেল আমার জমাট স্বপন!
অনেক দিনে পাখী দেখে, খোকা বল্লে,—'খাসা',
আমি বল্লাম,—'ওদের চেয়েও খাসা ওদের বাসা!

খুকী বল্লে,—'ওদের বাসা দেখ্‌বো গিয়ে কা'ল,
ছোট্টটুক্ 'পাখী নেব,' ধর্‌লে এই তাল!
কোথায় গেল তিন কন্তে, মেঘমালার গান,
এ যে আমায় পেয়ে বস্‌ল ধরার তিনটী প্রাণ!
পাহাড়ের সা'র উঠল ভেসে; আলো করি' আকাশ
জ্বল্‌লো রবি;—স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ!
সূর্য্য দেখে' পড়ে' গেল ভারি কোলাহল,
রোদে বুঝি শিশু প্রাণের ফোটে শতদল!
সারাটা দিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা,
পদ্মের মত প্রাণগুলি তাই লুটায় সন্ধ্যেবেলা!
বাড়ীর গাছে ফুটে থাকে রং বেরং এর ফুল,
পাড়া নিয়ে তিন ভাই বোন্ বাধায় হুলুস্থুল।
পাহাড়ে' ফুল কাণে পরে, গোঁজে পকেট টুকে,
গর্ব্বের হাসি খেলিয়ে যায় তাদের চোখে মুখে!
ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলেরই ত আদর,
লক্ষ টাকার হীরার নাই সেথায় কোনই কদর!
ফুলের পুতুল ছোট্টটুক! সে ফুল দিয়ে যায় আমায়,
স্বর্গের নির্ম্মাল্যটী যেন পড়ে আমার মাথায়!

এম্‌নি স্বপ্নে কাটছে দিন হিমালয়ের কোলে,
প্রকৃতি মা'র শিষ্য হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে?
হিমালয়ের সাজান' বাগ, মানুষ বলে আমার,
ঘুর্‌লাম একদিন অনেকক্ষণ ছায়ায় মায়ায় তার।
এমন রূপের পাতা-বাহার, রুচির ফুলদল,
হিম দেশের এতই রকম লতা পাতা ফল!
'পাইন' একটী দেখ্‌লাম,—যেন হাজার ডেলে ঝাড়,
আলো করে' দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার পাহাড়।
কত জীবের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লাম কত সাজে,
হিমালয়ের বার্ত্তা যেন পেলাম তাদের মাঝে।
প্রতিদিনই কাঞ্চনশৃঙ্গ উঠত প্রভাতটীতে,
যেন তিনটী কচি ভক্তের ভোরের প্রণাম নিতে!
কখনও বা বরফ দেখ্‌তে আস্‌তো ভোরে উঠি'
রবি শশী একই সাথে,—আলোর যমজ দুটী!
ধবল-শোভা অচল হ'য়ে থাক্‌ত সারাবেলা,
দেখ্‌তো যেন তিনটী প্রাণের সারা দিনের খেলা।
সোণা রবির সোণার করে সাঁঝে ক'রে স্নান
জানিয়ে যেত তিনটী প্রাণে বেলার অবসান।

মেঘ সমুদ্রে হীরার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ,
তিনটী কোমল প্রাণে দিয়ে যেন একটী আঘাত!
দেখে' দেখে' জাগ্‌তো বক্ষে উদার বিশ্ব-প্রীতি,
মনে হ'ত, প্রাণটা যেন কবিতা বা গীতি!
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠ্‌ত বেজে বিশ্ব-বীণার তান,
মেঘে আলোয় আরোহিয়া উর্দ্ধে ছুটতো গান!
মেঘ দিয়ে পাহাড় বেয়ে স্বর্গ আস্‌তো নেমে,
উচ্চ-নীচ একাকার পুণ্যে আর প্রেমে!
প্রাণের প্রাণে উঠ্‌তো ফুটে' নিরাকারের রূপ,
পদে পড়ে কোটী জগৎ সসম্ভ্রমে চুপ!
আঙ্গিনায় শুনে একদিন কলরব ও হাসি
বাহির হ'তেই, খোকা ধরলে—'বাবা, দেখই আসি!'
হাত ধরে' সে টেনে আমায় দেখায় অসীমে
আঙ্গুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিমে
দেখ্‌লাম প্রথম চন্দ্রোদয়! দিদির হাতটী ধরে'
কি স্বপন দেখ্‌ছে খোকা প্রাণের আঁখি ভরে'!
ভোলা ভাব তা'র বাড়ছে!—দেখ্‌লাম, এ কি সুধু চাঁদ?
কোলে মায়ামৃগ, এ যে রূপের একটী ফাঁদ!

দেখ্‌লেই মনে হয়, এরে হিয়ার মাঝে বাঁধি,
নিরজনে পরাণ ভ'রে গভীর সুখে কাঁদি!
খুকীও আজ গ'লে গেছে খোকার মতই প্রায়,
বিভোল হ'য়ে চেয়ে আছে আকাশের সেই গোড়ায়!
পাহাড়ের সা'র অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে!'
মেঘের বহর নেমে গেছে পাহাড়ের ঠিক পিছে।
ছোট ছোট মঠগুলি কি দেখ্‌ছি গিরি-চুড়ায়,
না, পাইনের সারি মাখ্‌ছে চাঁদের কিরণ গায়?
খুকী বল্‌লে,—'এমন চাঁদটী ওঠে না ত নীচে!'
খোকা বল্‌লে,—'এই খাঁটি চাঁদ, আর যা দেখ মিছে!'
হিমের ভয়ে একরত্তিটি দেখ্‌লে না ত চাঁদ,
অমন ভক্ত পেলি নে রে, চাঁদ, তুই আজ কাঁদ!
শার্‌শি দিয়ে জ্যোছনা দেখে আনন্দ কি তা'র!
বক্‌ছে মেলাই আবোল-তাবোল, ফুরায় কি তা আর?
বোবা যেমন আবেগভরে বুঝায় মনের কথা,
ভাবে, সবই বল্লেম, ফোটে সুধুই ব্যাকুলতা!
এ আবার কি?—নীল-সাগরে রূপার পাহাড় নাকি?
দেখে' প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আঁখি!

গৈরিক

শত্রু হও, মিত্র হও, একবার দেখে যাও,
এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভুলে যাও!
কাঞ্চনশৃঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী,
শুভ্রতায় কি কর্‌ছে স্নান পবিত্রতারাশি?
শোভায় আভায় কোলাকুলি, পুণ্যে মিশ্‌ছে প্রেম,
তুষার কোলে জ্যোছনা, যেন ক্ষমার বুকে ক্ষেম!
ও কি মৌন স্বর্গ-আহ্বান ধরার প্রান্তে প্রকাশ,
না, ও একটী স্তব্ধ ক্ষান্তি ব্যাপি সুরের আকাশ?
কাঞ্চনজঙ্ঘা, জ্যোছনা, আকাশ,—মাঝে তিনটী প্রাণ!
এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবসান!

সিংহলের স্মৃতি।

প্রশ্ন খালিই কচ্ছিস্ আমায়, বিভা, *
হঠাৎ ছেড়ে আরাম খানার আয়েস
গিয়েছিলাম কালাপানির পারে,
দেখ্‌তে কবে রাবণরাজার দেশ?
সাগরের জল সেদিন পাটীর মত,
ছিল কিনা চুপটী করে পড়ে,'
না, জাহাজটা দুলেছিল বেশ
অধীর ঢেউ এর ঝুলন্-দোলায় চড়ে?
আগে শুধু জল, ধু ধু জল,
হঠাৎ জাহাজ ছেড়ে দিল যথন,
কোথায় আমরা, কোথায় রইলি তোরা,—
মনে হ'য়ে মন কচ্ছিল কেমন?
—প্রশ্নের উপর প্রশ্নের বোঝা চাপে,
একটু আমায় ছাড়তে দে মা, শ্বাস,

* আমার কন্যা।

এ সংসারে হিসেব নেওয়া সোজা,
দিতে যে যায়, তার ত দফা নিকাশ!
পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ 'পেনের' আগায়,
প্রশ্নগুলি খইএর মতই ফোটে,
তরুণ মগজ প্রশ্নের ত্রাসেই শুকায়,
স্বাস্থ্য ভাগে সে পরীক্ষার চোটে!
পুরান কথা তুল্‌লি, মেয়ে, আজ,
এই প্রথম, অনেক দিনের পর!
সে যে আজ দশ বছরের কথা,
বুঝ্‌লি, বিভা, ঠিক দশটী বছর!

(২)

বল্‌ছিস্‌,—রাক্ষস সভ্য হ'ল কবে?
গিলে খেত আস্ত মানুষ যারা,
তাদের নাকি খাদ্য নিরামিষ,
অহিংসার পাণ্ডা নাকি তারা?
রামায়ণের স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
সোণার সাজ তার চুরি ত হয় নাই?

গৈরিক

আছে ত সে অমর বিভীষণ,
রাবণ-রাজার মায়ের পেটের ভাই ?
আছে কি সেই শিলা সেতুর বাঁধ,
বানর-সেনা হ'ল যাহে পার ?
কেমন করে ঘিরেছিল্ তারা
সোণার লঙ্কার চার্‌টি সিংহদ্বার ?
এখন বুঝি পাথর হ'য়ে আছে
সূর্পনখার কুলোর মত কাণ ?
দেখেছ কি রাবণ-রাজার চিতা,
জ্বল্‌ছে যাহা সারা দিন-রাত সমান ?
কুম্ভকর্ণের মুণ্ডুটা আজ বুঝি
হ'য়ে আছে আস্ত একটা পাহাড় ?
অমর হনুর বড় আদরের
অমৃতের গাছ, হয়নি ত সব উজাড় ?
মহীরাবণ লুকিয়ে থাক্‌ত যেথায়,
দেখ্‌লে কি সেই পাতাল-তলের পুরী ?
সীতা যেথা কাঁদতেন্ একা পড়ে',
সে অশোকবন দেখেছ ত ঘুরি ?

(৩)

ভুগোল খুল্‌তেও ভুল নাই বাছা, তোর,
প্রশ্ন কচ্ছিস্‌ 'গ্লোব' সাম্নে রেখে,
কবির ভুগোল চিরদিনই গোল,
ভুগোল শিক্ষা মানসের 'ম্যাপ্‌' দেখে!
মনে আছে, কাল বৈশাখী তখন,
ঝড়ের দিনে ঝড়ের মতই মেতে
বেরিয়ে প'লেম বন্দীখানা ভেঙ্গে,
নূতন দেশের নূতন হাওয়া পেতে!—
কথা শুনে', হাস্‌ছিস্‌ একটু মিঠে,
ভাব্‌ছিস্‌, মা,—তোর বাবা বেজায় বকে!
সত্য বল্‌ছি, বাহির হই নাই পথে
দেশ দেখার ক্ষুদ্র একটা সখে।
সাগর আমায় স্বপ্নে দিল দেখা,
গভীর ঘোষে ডাক্‌লে,—'আয়রে কবি!'
সিংহল স্মরণ করলে,—দেখ্‌তে তার
সাগরের 'ফ্রেম'-আঁটা মাটীর ছবি!

সোণার শচী * মায়ের পেটেই তখন,
তুই একটী দু'বছরের লোক,
বিদায় যখন চাইলাম ভাঙ্গা গলায়,
দেখ্‌লাম্ তোর মা থালিই মুছ্ছেন চোখ!
এ জীবনে অনেক হাসা, কাঁদা
বিদায় নিয়ে গেছে যে তার পর,
সে যে আজ দশটী বছর, বিভা,
ব'য়ে গেছে পুরো দশটী বছর!

(৪)

রেল গাড়ী ঠিক তোরই মত শিশু,
বুকে তাহার আগুণ যখন জমে,
মানে না সে কারো দোহাই-ডাক,
ফূর্ত্তিটুক তা'র ঝাড়ে একটী দমে!
ঢং ঢং ঢং তিনটী ঘণ্টা প'ল,
বিদায় হ'ল গাড়ী কটক হ'তে,

* আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যাত্রার বাঁশী উঠ্‌ল কখন বেজে,
ছুট্‌লাম বেগে মন্ত্র দেশের পথে।
মুখ বাড়িয়ে ছিলাম বিভোল চেয়ে,
আলোর মালা যেতে লাগ্‌ল সরে';
মনের আঁধার মিশ্‌লো বাইরের সাথে,
উঠ্‌তেছিল বুকটা কেমন করে!
বাইরের দিকে আবার চাইলাম যখন,
দেখলাম, আঁধার জমাট গাছে গাছে!
নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়্‌লাম চুপে,
কিছুই যেন নাই রে বুকের কাছে!
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমের মধ্যে শুধু
মনে হ'তে লাগ্‌ল বার বার,
এ বিদায় হয় যদি চির-বিদায়?
যদিই ফিরে নাহি আসি আর!
হুজুক্! খেয়াল! ঝোঁক!—যা হয় বল্,
ছুট্‌লাম সে দিন কোন্ চুম্বকের টানে,
কেমন করে বুঝাই আজ তা তোরে,
প্রাণের ভাষা পাই না অভিধানে!

(৫)

পথে যেতে 'চিল্কার' সঙ্গে দেখা,
তখন সূর্য্য হ'চ্ছে সবে লাল,
নভ পদ্মের মৃণালগুলি এসে,
জড়িয়ে ধর্‌ছে জল-পদ্মের নাল!
হ্রদ ?—না, এ দুধ সমুদ্র দেখি,
নীলাকাশ তরল-নীলে শয়ান,
আদি-দেব্‌ ক্ষীরোদ-সিন্ধু স্রোতে,
কচ্ছেন যেন অনন্তে প্রয়াণ !
মহাকালের অনুচরের মত,
তীরতরু কি দেখ্‌ছে সলিল স্বপন ?—
কখন লক্ষ্মী উঠ্‌বেন অতল হ'তে,
কর্‌বেন যুগের সকল অভাব মোচন !
পাষাণ-কঠিন বক্ষ প্রাচীর মাঝে,
জ্বলে যেমন স্বচ্ছ হৃদয়-মণি,
এও কি তেম্‌নি মাটীর বেড়া ঘেরা,
ধরার একটী সুধা-রসের খনি ?

সাদা জলের পানে চেয়ে চেয়ে
প্রাণটা যেন হয়ে গেল সাদা !
ধবল-ছবি না যাস্ যদি ছেড়ে,
তবে কি প্রাণ মাখে ধূলা-কাদা ?
অনেককাল পর সেই ধবল-শোভা
আবার আমায় করা'লি, মা, স্মরণ,
প্রাণের প্রাণে ঢাল্‌লি যেন আজ,
আলোর দেশের অমল একটী কিরণ।

(৬)

নাম্‌লেম আমরা 'মাদুরা'তে এসে,
দেখ্‌লাম, পুরা-শিল্পের কলা-লীলা ;
শুনেছিলাম দেবতার বরে নাকি
নারী হ'য়ে উঠেছিল শিলা !
এও যেন কার আশীর্ব্বাদের জোরে
মানুষের হাতে রুক্ষ শিলার স্তূপ,
উঠ্‌ল হঠাৎ মোহন-মূর্ত্তি ধরি',
মন্দির না ত ভুবনজয়ী রূপ !

গৈরিক

ত্রিচিনপল্লী গিয়ে সুখে দুখে
দেখ্‌লাম পুরাকীর্ত্তির ভগ্ন-শেষ,
দেউল মাঝে প্রকাণ্ড এক নগর,
মন্দির না ত', যেন একটী প্রদেশ!
প্রতিভার সব কারিকরি দেখে'
হৃদয় রহে সসম্ভ্রমে চুপ,
শিষ্যের শিষ্য হালের ওস্তাদ্‌জীরা
তুল্‌তে চান ঘসে মেজেই রূপ!
কি হবে আর আগের কথা তুলে,
কি ফল আর ধ্বংশাবশেষ দেখি'?
কবিতার কাল গেছে যখন কেটে,
ফাঁকির যুগে খাট্‌তেই হ'বে মেকি!
তবু যদি পুরাণ কথা শুনে'
চোখে মা, তোর আসে একটু জল,
তবেই আমার রূপ দেখা সার্থক,
তা' হ'লেই মোর কাব্য লেখা সফল!

(৭)

দেখ্‌লাম আর যা পথে পথে যেতে,
স্মৃতিতে তা হারিয়ে আছে এখন ;
আর কি তারা ভাষার পোষাক পরে'
বেরুবে আজ ফুল-বাবুটীর মতন ?
সে সব দেখা হয় নি ব্যর্থ তবু,
শিক্ষার মত প্রাণের পাতে পাতে
জড়িয়ে তাহা ; আস্‌ছে রক্ষা ক'রে
অনেক ঝঞ্ঝায়, অনেক বজ্রপাতে !
লম্বা-চৌড়া কথা গুলো শুনে'
ঠোঁট্‌ টা যে তোর হাস্‌ছে চোরের মত,
এই ত ভাব্‌ছিস্‌,—তোরা ছেলেমানুষ,
তোদের কেন বলা অত শত ?
আমরা বড়,—কারণ ক্ষুরধার
বুদ্ধি মোদের মগজে বিরাজ !
ন্যায়ের ফাঁকি গজিয়ে আছে মাথায়,
বিদ্যার আমরা এক এক খানি জাহাজ !

ভাসে কিন্তু কোরক-কল্পনায়
অন্তর-বিশ্বের গাঢ় অনুভূতি ;
আমরা তাই দেবদর্শনে গিয়ে
দেখি কেবল মন্দির আর মূরতি !
আমরা মরি জ্ঞানের বোঝা ব'য়ে,
সহজ সত্য সরল প্রাণেই ফোটে,
প্রজাপতি জেঁকেই বসেন ফুলে,
মধু যা, তা কালো ভোম্‌রা লোটে !

(৮)

শেষে—একদিন 'টিউটিকোরিন' ঘাটে
অপরাহ্ণে ট্রেন গিয়ে হাজির.
তোপের মত গভীর আওয়াজ শুনে'
গাড়ী হ'তে মুখটা কল্লেম বাহির।
দেখ্‌লাম চেয়ে, খালিই নীলে নীল,
নীলেই যেন নীলের অবশেষ !
ভূমিকম্পে সদ্য পাতাল হ'তে,
উঠ্‌ল এ কোন নীলের মহা দেশ ?

দ্রব-ধাতুর উষ্ণ ঢেউ যত
লাফে লাফে ধর্‌তে যাচ্চে আকাশ,
প্রলয় যেন শেষের রূপ ধরি'
সৃজনেরে কর্‌ছে পরিহাস!
নিবিড় হ'তে নিবিড়তম হ'য়ে
ছেয়ে আস্‌ছে কালবৈশাখীর আঁধার;
অধীর বাত্যা পলে পলে প্রবল,
বাড়্‌ছে ক্রমে জলের হাহাকার!
প্রাণের জোয়ার উঠ্‌লো উথলিয়া,
শুন্‌লাম, তাহার গভীর গরজন!
তালে তালে স্ফূর্ত্তি উঠ্‌ল নেচে,
মরণ বাঁচন রইল না আর স্মরণ!
লঞ্চে চড়ে' আম্‌রা তিনটী প্রাণী
প্রাণটী স'পে' লোণা-জলের হাতে!
উঠ্‌লাম গিয়ে সিন্ধুগামী পোতে
কালবৈশাখীর ঘোর দুর্য্যোগের সাথে!

(৯)

কালাপানির খবর বল্‌ছি তোকে,—
বাড়ীতে কেউ পাত্‌বে না আর পাত্‌!
সত্যি কথার এইটে ভারি দোষ,
পেট ভরে না, যায়ই কেবল জাত!
একে আমি প্রায়শ্চিত্তহীন,
তাতে আবার পাতি-বিধিহারা,
সিন্ধু বটে দিয়ে গেছি পাড়ি,
গোষ্পদে বা যাই রে শেষে মারা!
জাতের কর্ত্তা, জানি, ভগবান্‌,
প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ যা' হোক্‌,
তাঁরই পায়ে করি নিবেদন,
অন্ধকারে হারাই যখন আলোক!
মনে আছে, জাহাজে পা দিয়েই
ধক্‌ করে' কি লেগেছিল বুকে;
শুক্‌নো-খাবার গিল্‌তে শিখে' প্রথম,
এম্নি লাগে শিশুর বা বুকটুকে!

চেয়ে চেয়ে মায়া-তীরের পানে,
পুণ্য-রেণু দেখ্‌লাম প্রতি ধূলে,
ছাড়াতে চাই যারে,—বুঝ্‌লেম ঠেকে'—
তারেই আরো জড়িয়ে ধরি ভুলে!
মাটী ত নয়, মায়ের পদধূলি
মনের হাতে মাখ্‌তে লাগ্‌লাম মাথায়!
পড়ে' গেল যাত্রার হুড়াহুড়ি,
মাটীর কাছে কেঁদে নিলাম বিদায়!

(১০)

ঊর্দ্ধে নীল, নিম্নে নীল,—মাঝে
মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে পায় পায়
হরিত-হিরণ মেশা ধরার ছবি,
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়!
ছবি কোথায়?—এ যে শ্যামের রেখা,
সে রেখাও ধূধু ক্রমে ধূধু।
নিমেষ নিম্নে নিমেষ মধ্যে চেয়ে,
দেখ্‌লাম, জলে জলাকার সুধু!

গৈরিক

সোঁ সোঁ শব্দে বেড়ে চল্‌ছে ঝড়,
জলের ডাক ক্রমেই ভয়ঙ্কর,
নাচ্‌ছে যেন স্ফীত ফণা তুলে'
চারিধারে লক্ষ অজগর !
আস্‌মান ভেঙ্গে এল একটা ধাক্কা,
পাতাল ফেটে এল একটা ডাক্,
জাহাজ এম্‌নি জোরে উঠ্‌ল দুলে'
হয় বুঝি বা এখনি দু'ফাঁক্ !
নাবিকদলের সংযত-ব্যস্ততা
মাঝে মাঝে পাচ্ছিল বেশ প্রকাশ,
বুঝ্‌লাম, ব্যাপার খুবই গুরুতর,
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কচ্ছি বাস !
চট্টলের এক মাঝি বল্‌লে,—বাবু,
এমন দিনে সমুদ্রে যায় কেউ ?
লোকটা অবাক !—বল্লাম যখন,—বেশ ত,
শেষ-সমাধি রচ্‌বে না হয় ঢেউ !

(১১)

মাথার ভেতর ঘুর্‌ছে তখন খালি
বোঁ বোঁ করে' কুম্ভকারের চাক্‌,
কাণের দ্বারে বাজ্‌ছে অবিরত
ভোঁ ভোঁ রবে হাজার হাজার শাঁক !
সঙ্গী দুটী একে একে, ক্রমে,—
লবণ-জলের এম্‌নি আকর্ষণ !—
'গা কেমন কচ্ছে,' এই না বলে',
পতন এবং অর্দ্ধ-অচেতন !
দশা দেখে' এ সময়ও আমার
হাসি পেতে লাগ্‌ল কিন্তু বেশ,
কারণ, আমি 'সি-সিক্‌নেস্‌-প্রুফ্‌,'
আমার ব্যাপার যেন স্পেশাল 'কেস্‌' !
হঠাৎ-রোগী দুটী সঙ্গে নিয়ে
খোলা-হাওয়া খেতে উঠ্‌লাম্‌ 'ডেকে',
হাওয়া নয় ত, 'সাইক্লোন' বা 'টাইফুন' !
বায়ুর মেজাজ ক্রমেই যাচ্ছে বেঁকে !

ঢেউ আসে, না, আসে এক এক পাহাড়!
'ডেক্' ধুইয়ে নিচ্ছে বার বার,
আছি যেন 'ওয়াটারলু'র মাঠে,
শুনছি বসে' লড়াইর হুহুঙ্কার!
বিরাট রূপ দেখে' ঢুল্‌ছে আঁখি,
বীরের কাছে মাথা হ'চ্ছে নত,
অবাক্ হয়ে, অসাড় হয়ে সেথায়
বসে' রইলাম পটের ছবির মত!

(১২)

মনে হ'ল, চোরা-পাহাড় ঠেকে'
এখন যদি তলিয়ে যেত জাহাজ,
'সিন্দবাদের' মত ভেসে ভেসে
উঠ্‌তাম হয়ত বিজন দ্বীপের মাঝ!
ঈগল পক্ষী পেড়ে গেছে ডিম,
সাদা একটা জালা মনে হ'ত,
পক্ষিণী সেই ডিমে দিতে তা
সোঁ সোঁ শব্দে আস্‌ত ঝড়ের মত!

তার প্রকাণ্ড ঠ্যাং এর সাথে ক'ষে
বেমালুম বাঁধ্‌তাম আপনারে,
আমায় নিয়ে ঈগল দিত উড়াল
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে !
ক্রমে ক্রমে উঠ্‌তো পক্ষী-রাণী
আমায় নিয়ে আস্‌মানের শেষসীমায়,
সূর্য্যের রশ্মি বড়ই তপ্ত যেথা,
পৃথিবীটা তিলের মত দেখায় !
ধরার বুকে আঁধার ছায়া ফেলে'
ঈগল নাম্‌তো পাহাড়ের এক চূড়ায়,
বাঁধন খুলে' দেখ্‌তাম নীচে নেমে,
আছি আজব-সহর বোখারায় !
এমন সময় আর এক ধাক্কা এসে
ভেঙ্গে দিল বোখারার খোস-স্বপন,
মনে প'ল, সাগর দিচ্ছি পাড়ি
বিশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একজন !

(১৩)

অৰ্দ্ধেক রাত ভরা লড়াই করে'
হাওয়ার বেগ এল ক্রমে পড়ে',
চেয়ে দেখি, ফাঁকা আকাশ পেয়ে
পূর্ণিমার চাঁদ বেশ বসেছে চড়ে' !
চারিদিকে অকূল হা হা হাসে,
নভের নীলে মেশা জলের কালো,
কখন্ ঊৰ্দ্ধে কোন্ গবাক্ষ খুলে'
আশীর্ব্বাদের মত এল আলো !
জলের জগত উঠ্‌লো যেন হেসে,
ঢেউ এর মাঝে বাজ্‌তে লাগ্‌ল বাঁশী ;
সাগর-বক্ষে এমন মধুর প্রয়াণ,
মনে হ'ল, জন্ম-জন্মই ভাসি !
মাঝে মাঝে 'লাইট্ হাউসের' আলো
দলভ্রষ্ট ধ্রুব-তারার মত
লাল আলো তার দেখিয়ে পথে পথে
জানাচ্ছিল বাধা-বিঘ্ন যত !

একটু আগেই ঝড়ের কাণ্ড দেখে,'
সত্যি বল্‌ব, কাঁপতেছিল বুক,
ঝড়ে মরা—একটা বিভীষিকা!
জ্যোছনা রাতে মরণ—একটী সুখ!
সারাটী রাত দেখ্‌লাম চাঁদ আর সাগর,
সিন্ধু নেয়ে কোল দিচ্ছিল বায়ু,
মনে হ'ল, রাতটা এমন ছোট,
সুখের এতই অল্প পরমায়ু!

(১৪)

পড়্‌লাম এসে 'কলম্বো' বন্দরে,
একটু আগেই হ'য়ে গেছে ভোর,
সিন্ধু হ'তে সূর্য্য ওঠা দেখে'
জাহাজ ভ'রে উঠেছিল সোর!
বাসা নিয়ে, সকাল সকাল সেদিন
কোনমতে সেরে নিলাম আহার,
চলে' গেলাম সোজা সেই রাস্তায়,
বয়ে যাচ্ছে নীচেই সাগর যার।

গৈরিক

গড়িয়ে গড়িয়ে আস্‌ছে মুখর ঢেউ,
যেন ধোনা-কাপাস রাশি রাশি,
বায়ুর সাথে লীলার দোলায় দুলে'
মাতাল ঢেউ সব উঠ্‌ছে অট্ট হাসি'!
গাঙ্গ-চিলের ঝাঁক্ উড়্‌ছে ঘুরে' ঘুরে,'
জেলে-ডিঙ্গি যাচ্ছে ঢেউএর ভেতর;
তবু যেন সে সিন্ধু এ নয়,
নিদাঘ-নিশায় দেখ্‌লাম যে সাগর!
সিন্ধুস্নানে নাম্‌ছে কত লোক,
কাপ্‌ছে নিশান মাস্তুলে মাস্তুলে,
এ ত নয় সেই জ্যোছ্‌না রাতের সাগর,
যারে দেখে' প্রাণ গেছিল খুলে!
প্রকৃতির এ দুরন্ত দুলালে
বেড়ি দিয়ে পোষ মানা'ল কারা?
খাঁচার বাঘ আর বনের বাঘে যেমন—
এতে ওতে প্রভেদ তেম্‌নি ধারা!

(১৫)

হয় ত তুমি ভুল বুঝ্‌ছ সব শুনে,'
ভাব্‌ছ,—দেশটা এমন কি আর তবে!—
দেখ্‌লে বুঝতে,—এমন কমই মেলে,
দেখার সাধ শোনায় মেটে কবে?
রসনার ত নাই রূপের স্বাদ,
ভাষার ত নাই সহস্র লোচন,
মানস-পদ্মের মধু মনই লুটে,
প্রাণের চোখেই ধরা পড়ে স্বপন!
চারিদিকে তরল নীলের বেড়া,
মাঝে মসৃণ, হরিৎ সমতল,
মাটী ফুঁড়ে' উধাও পিঙ্গ পাহাড়,
নীচে হ্রদ, হ্রদে রক্ত-কমল।
তীরে তীরে নারিকেলের সারি,
লোহিত, শ্বেত নার্‌কেল আছে ধরে';
কোথাও পাকা আমের পীত-শোভা,
বোলের গন্ধ কোথাও আমোদ ক'রে!

রাঙ্গা রাঙ্গা কাঁঠাল যেন ফলে'—
আনারস সব পেকে গাছে গাছে!
সোণা-রংএর বাঁশবনের মাঝ থেকে,
মিঠে মর্ম্মর ভেসে আসে কাছে!
কোথাও পাহাড় কঠিন-নীলের ছবি
তরল-নীলে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে,
সিন্ধুর হো হো গানের ফাঁকে ফাঁকে
প্রপাতের রব লয়ের মত ঠ্যাকে!

(১৬)

'ক্যাণ্ডি' শৈলে উঠ্‌লাম একদিন গিয়ে,
সিংহলের সে স্বর্গ ছিল বুঝি?
দেবতারা সব বেঁধেছিলেন বাসা
ধরার উর্দ্ধে স্বর্গ খুঁজি' খুঁজি'!
এই স্বর্গেরই লোভে রাবণ রাজা
দেবতাদের জিতে কর্‌লেন দাস!—
কেহ সভায় কর্‌তেন চামর ব্যজন,
কেউ বা রোজ কাট্‌তেন ঘোড়ার ঘাস!

তুই বল্‌ছিস,—গড়া-কথা রেখে'
লঙ্কায় যা' যা' দেখ্‌লে,—বল তাই !—
সত্য বল্‌ছি—যা' চাও, সেথা পাবে,
নাই যা, বুঝি বাঙ্গ্‌লায়ও তা' নাই !
কত দোকান, হোটেল, কতই প্রাসাদ,
প্রশস্ত পথ সাফ,—যেন হাসে !
দশ মিনিট পরে পরেই ট্রেন
ঘোর' তুমি নগর অনায়াসে !
'ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট', 'সুইমিং-বাথ', 'ম্যাল,'
সন্ধ্যায় 'পার্কে' গড়ের বাদ্য বাজে,
'স্কেটিংরিঙ্ক', 'ক্লাব', 'মিউজিয়ম',
সহর সাজায় বিদ্যুৎ দেয়ালী-সাজে।
সকাল বিকাল 'বিচে' লোকের ভিড়,
'ইয়াট' নিয়ে কেউ বা বাচ্‌ খেলায়,
রং-বেরং এর কড়ি, ঝিনুক, শামুক
জেলের ছেলে 'ফিরি' করে' বেড়ায় !

(১৭)

চৌদিক্ ঘেরা সাগর-পরিখায়,
মাঝে তা'র এক ছিল স্বর্ণপুরী !—
আমরা সভ্য !—বলি,—বাল্মীকীর
ও সব রসের কল্পনা-মাধুরী !
পুষ্পক রথে চড়ে' একদিন তারা
মেঘরাজ্যে উড়ে' যেত চলে' ।—
'এয়ারোপ্লেন' আবিষ্কার দেখেও,
'ছুট্' করি তা কবির 'ড্রিম' বলে' !
চেয়েছিল গড়্‌তে স্বর্গের সিঁড়ি ।—
আজ এটা অতি-রঞ্জন ভাষা !
বিজ্ঞান না হয়, দর্শনই নয় হোক্,
এ একটা কি প্রকাণ্ড আশা !
মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ ।—এতে
হালের বিজ্ঞান বসায় তাহার 'হক্' !
সে অভ্রান্ত সত্যের পিছে ছুটি
আমারা ক'টি ধরার নাবালক !

রাম-রাবণের কথা শুন্‌লে এখন
  সিংহলীরা হেসেই হয় সারা,
যেন এমন আজ্‌গবি কাহিনী
  সাত জন্মেও শোনে নাই আর তারা !
অশোক-কানন কবে হ'ল উজাড়,
  সতীর অশ্রু পড়েছিল তায় !
পুষ্পক-রথ বুঝি অভিমানে
  হঠাৎ একদিন উড়ে গেল হাওয়ায় !

(১৮)

দেখ্‌লাম বটে, বৌদ্ধ যুগের লীলা
  আজও জয়ধ্বজা গর্ব্বে বয়,
অনেক মূর্ত্তি, অনুশাসন মাঝে
  পুরাণ-কীর্ত্তি ধীরে কথা কয় !
পঁয়ত্রিশ ফিট্ বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখে'
  বুঝ্‌লাম, ব্যর্থ হয় নি মহাপ্রচার,
শুন্‌লাম তাতে সত্যের জয়ধ্বনি'
  নির্ব্বাণ-তত্ত্বের অমর সমাচার !

গৈরিক

খুঁজ্‌তে গিয়ে বিজয়ের জয়-স্মৃতি,
পেলাম শূন্য দীর্ঘশ্বাসের আশীষ,
পচা পুরাণ গেছে, দুঃখ কি, মা?
নূতন কেমন রঙ্-চ'ঙে আর পালিস্!
সোণার লঙ্কা দেখ্‌তে গিয়ে সেদিন,
দেখে এলাম বিশ-শতাব্দীর 'সিলোন্'!
কি হ'য়েছে?—রাক্ষসগুলোর স্মৃতি
না হয় ম'রে' ভূত হ'য়েছে এখন!
সিংহল-বালক আজ ত কালা মুখে
'বার্ডসাই' ফোঁকে, ইংরিজী দেয় ঝেড়ে,
সিংহল-বালা 'রুজ' 'পোমেটম্' মেখে'
কালো রংএ চেক্‌নাই তোলে বেড়ে!
সিংহলীর বেশ 'নেক্টাই' 'কলার', 'হ্যাট,'
সিংহলিনীর 'মাফ্‌লার' 'ক্লোক' আর 'গাউন'!
সোণার লঙ্কা গেছে যে, মা, পুড়ে',
দেখ্‌লাম একটী 'আপ্-টু-ডেট্' টাউন!

মরুভূমির স্বপ্ন।

(১)

কি স্বপ্নে কাটাও কাল, হে বিরাট বালুকা-উষর,
পড়ে' আছ এক প্রান্তে, ধরণীর দুঃস্বপ্ন ধূসর!
বন্ধ্যা বলে' তব ছায়া কেহ বুঝি স্পর্শিতে না চায়,
তোমার নিশ্বাসে যেন উৎসবের উৎসটি-শুকায়!
মিছে আসে তব গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত,
রবি-শশী বৃথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত!
তারা আর জ্যোৎস্না-বৃষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার,
যায় যেন কোন মতে শুধি' তারা কর্ত্তব্যের ধার।

(২)

সুন্দর সৃষ্টির বুঝি তুমি এক প্রকাণ্ড বিদ্রূপ,
তব সোহাগের শিশু কুব্জ-পৃষ্ঠ জীব অপরূপ!
সৃজন ও প্রলয়ের বীজ হ'তে তোমার জনম,
জন্মকালে প্রকৃতি কি ক্ষোভে লাজে হইয়া নির্ম্মম

অক্লেশে করিয়া গেল শূন্য প্রান্তে তোমারে বর্জ্জন,
রূপসী শ্রী-অঙ্গ হ'তে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন ?
তব বক্ষ ভেদি' সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের 'রিষ',
দিকে দিকে দগ্ধ করি' ছড়াইছে অভিশাপ-বিষ !

(৩)

থৈ থৈ করিতেছে, বালুকার তপ্ত-পারাবার,
অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার !
অদৃষ্টেরে ঘেরে যথা জীবনের শত অভিশাপ,
এক জ্বালা মাঝে আসি' অগ্নি দেয় আর এক সন্তাপ !
ধূসর ঊর্ম্মির বক্ষে স্তব্ধ যত জীবন-কল্লোল,
নাই তরী, নাই তীর,—নাই তীরে হরিৎ-হিল্লোল !
জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাত্মার যেন সম্ভাষণ,
উঠিতেছে'হা হা'শুধু ; কে জানে, তা হাসি, না ক্রন্দন

(৪)

তোমা ঘিরে সর্ব্বকাল জ্বলিতেছে কালের শ্মশান,
বিধবার বেশে সেথা ফেল' শ্বাস রাত্রি-দিনমান !

জুড়াইতে তীব্র জ্বালা মুছাইতে তপ্ত-অশ্রুধার,
আছে যেন সর্ব্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার!
মানুষের মতই কি প্রকৃতির পশুর অন্তর?
সভ্য-সাজে অভিনয়?—মনে-প্রাণে কুৎসিত, বর্ব্বর!
বীভৎস পাশব-লীলা!—একখানি পটের আড়াল!
জীবন-নেপথ্য হ'তে উঁকি মারে ভোগের কঙ্কাল!

(৫)

রিক্ত, তিক্ত আত্মা সম তুমি বিশ্ব-সুধায় বিমুখ,
পর-সুখে অন্তর্দ্দাহ, পর-দুঃখে জীবনের সুখ!
মৃগতৃষ্ণিকার ফাঁস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা,
শ্রান্ত পান্থ বড় আশে, আলিঙ্গন করে সে ছলনা!
দুরন্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তা'র চাপি' অকস্মাৎ
মুহূর্ত্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ!
'কই বারি?' 'কই বারি?'—হাহাকার কর যে তৃষ্ণায়,
ও ত প্রেতাত্মার তৃষা, অভিশাপে দহিছে তোমায়!

(৬)

জননী প্রকৃতি আর চাহে না ঘৃণায় তোমা পানে,
স্নেহ-উপচার যত বিলাইছে আদৃত সন্তানে।

পাপ-পাবনের সুধা বক্ষে যা'র, সে যদি পাষাণী ?
দয়া—ভ্রান্তি! স্নেহ—ব্যঙ্গ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী!
মুহূর্ত্তের উন্মাদনা, জানি, ওই ক্রূর হত্যা-নেশা,
সহসা জননী হ'য়ে কাঁদে তব শোণিতের তৃষা!
জানি আমি, এই দণ্ডে শ্মশানের ধূলি-ধূসরিতা,
রাজ্ঞী হ'তে পার তুমি, অকস্মাৎ মহিমা-মণ্ডিতা!

(৭)

সংসারে জীবন-যুদ্ধে সুধাপাত্রে মিশিল গরল,
সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমঙ্গল!
উন্নতি, না অধঃপাতে জগতের যাত্রা-রথ ধায় ?
মানব কি অগ্রসর, না ক্রমশ হটে পরীক্ষায় ?
পতিত কি উচ্চে তবে ? উত্থানে কি আনিছে পতন ?
পুণ্যে পাপ ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার চেতন ?
—এ উদ্‌ভ্রান্তি শান্তি তরে, লোকালয়-প্রান্তে বাঁধি বাসা,
টলা'তে কি স্বর্গ, ঊর্দ্ধে উড়ায়েছ অগ্নিময় আশা ?

(৮)

তাই তুমি বিবাসিনী, সন্ন্যাসিনী, গৈরিক-বসনা,
আপনা বঞ্চনা করি' করিতেছ যুগের সাধনা।

প্রকৃতি বাঁটিল সুধা যবে সেই সৃজন-প্রভাতে,
কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে ;
প্রকৃতি সস্নেহে যবে সুধাইলা, 'তোমার কি চাই ?'
নীলকণ্ঠ-সম সুধু মাগি' নিলে বিষ আর ছাই !
সংসারে সন্ন্যাসী সাজি' প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর,
জীব-রাজ্য যাবৎ না স্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর !

(৯)

আবিষ্কারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ
নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ ;
মজ্জমান পোত হতে অসহায়গণে করি' পার
দাঁড়ায়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ;
আসন্ন বিনাশ হইতে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ
সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন !
তা হ'তেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবান্,
তা' হ'তেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আত্মবলিদান !

(১০)

দেখেও দেখি না মোরা ত্যাগের এ মহিমা উজ্জ্বল,
তুচ্ছ করে' যাই সবে ভেবে' তোমা নীরস, নিষ্ফল !

সেদিন চিনিব তোমা, যেদিন আসিবে শুভদিন,
ভেদাভেদ হানাহানি শান্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন ;
কক্ষে কক্ষে দেবালয়, কণ্ঠে কণ্ঠে বিশ্বাসের গান,
এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান !
হে ঊষর, সেই দিন হ'বে তুমি সহসা উর্ব্বর,
পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নির্ঝর !

(১১)

সেদিন আসিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধনা,
কবিতার স্বর্ণযুগ, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ আরাধনা !
ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন !—
হ'বে জগতের নীতি, জীবনের গতি গ্লানিহীন।
আত্ম-গৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব্ব তুচ্ছ হ'বে,
উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে স্বর্গের বৈভবে !
হোক্ লাভে ক্ষতি, নর ন্যায়-বল্গা ধরে' র'বে কষে,'
হোক্ জয়ে পরাজয়, সত্য-যোগাসনে র'বে বসে' !

(১২)

সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে,
জন্ম-সূত্রে যেন তা'র জড়াইয়া তব বালুস্তরে !

সংসার-আবর্ত্তে পড়ি' মত্ত ঘূর্ণিবায়ু তার প্রাণ !
তোমার উষর কোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান !
বক্ষের আগ্নেয়-গিরি নিভিয়াও নিভিতে না চায়,
আগুনেরে ডেকে নাও শোয়াইতে তোমার চিতায় !
পিপাসায় শুষ্ক হিয়া, বেড়ায়েছি সুধা খুঁজি' খুঁজি' ;
তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্নে এসে বুঝি !

আমার বাগান।

বানিয়েছিলাম সখের একটী বাগান
অনেক সেবা অনেক পয়সা ঢেলে,
আনিয়েছিলাম অনেক বীজ আর চারা
দেশ-বিদেশের যেথানে যা মেলে।
লাগিয়েছিলাম 'ম্যাগ্‌নোলিয়া'র পাশে
গন্ধরাজ, চাঁপা, শেফালিকা,
থাক্‌ত ফুটে 'ডেলিয়া' 'ডেজী,' আবার
সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা।
গোলাপ-সারের ফাঁকে ফাঁকে 'পপি',
বাঁধুলীর ঠিক পাশেই 'ভায়লেট,'
আমোদ ক'র্ত্ত কোথাও যুঁই আর বেল,
কোথাও হাস্‌ত 'প্যান্‌জি' 'মিগ্নোনেট'।
জিয়িয়েছিলাম মারবেলের হদটীতে
সোণার কমল সাথে 'লিলি'-রাণী,
দিশি-পাতাবাহার মাঝে ক্রোটন
রূপের বাহার খুল্‌ত সব থানি!

তৈরি করে' কাঠের মস্ত ঘর,
'অরকিড্' গুলি পুষেছিলাম তায়,
'আইভি'র সঙ্গে মাধবীরে এনে
দিয়েছিলাম বাইয়ে তারি গায়।
কাটিয়েছিলাম লম্বা একটী ঝিল,
সারসগুলো বেড়াতো সে ঝিলে,
শানবাঁধা ঘাট থেকে 'জলি-বোট'
জল খেল্‌তে ডাক্‌তো সন্ধ্যা প্রাতে।
ঝিলের পারে পারে মসৃণ 'লন,'
শ্যামল কোমল মখমল যেন পাতা,
উদ্ভিদ-রাজার গ্রিণ রঙ্গের তাঁবু—
ঝোপ,—ধর্‌তো রোদ্-বিষ্টিতে ছাতা!
নকল পাহাড় গড়িয়ে, তার গা'য়
ঘাসের কার্পেট দিয়েছিলাম পেতে,
ফোয়ারা-ঘেরা চৌবাচ্চা, তার জলে
লাল মাছের ঝাঁক্ ভাস্‌ত খই খেতে।
লাল সুর্‌কির রাস্তার ধারে ধারে
আলোর থাম, বিরামের আসন,

এদিক্ ওদিক্ মার্‌বেল পুতুলগুলি
দাঁড়িয়ে থাক্‌তো মূক শোভার মতন।
লোহার কারুকাজের রেলিং দিয়ে
ঘিরেছিলাম বাগানের চার্‌ধার,
পরীর মূর্ত্তি খোদা চার্‌টে ফটক
চার্‌টী ধারে বসিয়েছিলাম তা'র।
কেয়ারি করে' সাজিয়েছিলাম বাগান
ভেবে ভেবে, সবই আপন মনে,
খেলা করতাম প্রভাতে সন্ধ্যায়
আমার যত কুসুম-দুলাল সনে।
অদূরে এক পাহাড় যেত দেখা,
নির্ঝর আস্‌ছে নেমে তার গা' বেয়ে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে দখিণ হাওয়া
শীতল হ'য়ে বইত ঝর্‌ণায় নেয়ে।
দেখ্‌তাম, দেয় দু'বেলা জল গাছে
গুণ্ গুণিয়ে আপনার মনে গেয়ে
টোপা-গালী, ঝাঁকড়া-চুলী—মালীর
লাল টুক্‌টুকে সাতবছরের মেয়ে!

হাওয়ার মতই হাল্‌কা শরীরটুক্
হাওয়ার সাথে নেচে নেচে বেড়ায়,
জল ঢালতে—তরল স্ফূর্ত্তি যেন
জলের মতই অবহেলে গড়ায়।
ঝোপ যেন পাতার কুটীর!—তাতে
বেঞ্চ,—বসে' আরাম করি একা,
লাল-গোলাপের রাঙ্গা-হাসির মত,
সোণা মেয়ের সঙ্গে নিত্য দেখা।
আমার চোখে চোখ্‌টী পড়্‌লেই দৌড়,
লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ ঝোঁপের ভেতর,
আড়াল থেকে উঠ্‌তে থাকে কেবল,
উচ্চ হাসির লম্বা একটী লহর!
আবার যদি থাকি অন্য মনে,
মেয়ে টুক্ তা ফেলে কেমন বুঝি,
আমার একটী চোরা-চাউনী লাগি
আঁখি দুটী বেড়ায় খুঁজি খুঁজি!
হাত থেকে তা'র ঝাঁঝরি কেড়ে কভু
এনে দিতাম ঝিল থেকে জল তারে,

আমার জল সে তক্ষনি না ঢেলে’
জল আন্‌তে যেত ঝিলের ধারে।
বাগান হ’তে যখন উঠে গিয়ে
একেবারে শোবার ঘরে ঢুকি,
খোলা-জান্‌লা দিয়ে মাত্‌লা-আঁখি
মাঝে মাঝে মারে এসে উঁকি।
আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি—
দুপুর বেলা খোলা আঙ্গিনায়
কালো কালো কোঁকড়া চুল খুলে’
রাঙ্গা মেয়ে মাঘের রোদ্‌ পোহায়।
পেছন থেকে হঠাৎ ছাপিয়ে চোখ
হাতটুক্‌ তার মুঠার মধ্যে রাখি,
সন্ত-ধরা বুনো পাখীর মত
ছট্‌ফট্‌ সে করে থাকি’ থাকি’।
সোহাগের খুব ছোট্ট ক’টী কিল
পড়্‌তে থাকে যখন তাহার পিঠে,
কাণ দুটো তার বেজায় হয় লাল,
দুষ্টু ঠোঁট তার হাসে ভারি মিঠে!

বলক এলে ওঠে যেমন দুধ
উথ্‌লে' উথ্‌লে,' থাম্‌তে নাহি চায়,
একটু খানি জলের ছিঁটে পেলেই
যেমন আবার জল হ'য়ে যায়—
তেম্‌নি আমার স্নেহের অভিষেকে
উষ্মা তাহার ঠাণ্ডা হ'ত যখন,
ধীরে ধীরে নিরুপায় না হ'য়ে
আমার কাছে ধরা দিত তখন।
তবু খানিক সাধাসাধির পালা,
একটী আধ্‌টি কথাই অনেকক্ষণ,
শেষে ফুট্‌ত কথার উপর কথা,
সন্ধ্যাবেলায় তারা ওঠার মতন।
কচি প্রাণের কাঁচা ইতিহাস,
তাজা ফুলের সুরভি-জীবন!
বাহিরে তার কোনই সত্তা নাই,
অন্তরে তার সোণার সিংহাসন!
কথা কইতে কইতে কখন উঠে'
হো হো হেসে পালিয়ে যেত কোথায়,

কোঁক্‌ড়া চুল ছুল্‌ছে পিঠের' পরে,
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়।
পাহাড় রোজই দাঁড়িয়ে থাকে সোজা,
মেঘেরা ত খালিই শূন্যে ভাসে,
মালীর মেয়ে ঝাঁঝ্‌রি হাতে রোজ
গাছের গোড়ায় জল ঢাল্‌তে আসে।
কখনও বা পেয়ারা খেতে খেতে
শিস্‌ দিয়ে দোয়েলেরে ভেঙ্গায়,
কখনও বা গোলাপ ছুঁড়ে মেরে
মস্ত বক্‌সিস্‌ করে যেন আমায়!
চৈত্র-ঝড়ে কুড়িয়ে কচি আম,
মালীর হাতে পাঠিয়ে দিত ডালা,
মেঘ্‌লা দিনে ভিজে' শিল কুড়িয়ে
পাঠাত সে গেঁথে দিব্বি মালা।
হাওয়া খেয়ে ফির্‌ছি একদিন সাঁঝে,
উঠে আছে পাহাড়ে সেই মেয়ে,
কখন থেকে চুপটী করে' এসে
রয়েছে ও কাহার পথ চেয়ে!

হাতটী রেখে গালে একমনে,
শুনছে বসে' ঝরণার কল্ কল্,
মনটা তা'র কোথায় গেছে উড়ে
ফুলটী হ'তে যেন পরিমল !
চম্‌কে উঠ্‌ল আমার গলা শুনে',
নেমে পড়্‌ল আমায় আস্‌তে দেখে,'
ঠিক তখনই ময়নার একটী ছানা
গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে।
অম্‌নি তা'রে কুড়িয়ে নিল বুকে,
ছেলের ব্যথায় মা যেমন হয় পাগল,
তেম্‌নি জড়িয়ে বেদনা তা'র যেন
জুড়িয়ে দেবে স্নেহের জোরেই কেবল !
সেবার হাত বুলা'ল সারা গায়,
কত যতন, কতই না আদরে,
একটী কণাও পেতাম যদি তার,
পক্ষী-জন্ম নিতাম্ বা সাধ করে' !
দিতে লাগ্‌ল ঝরণার জল মুখে,
আঁচল দিয়ে কর্‌তে লাগল হাওয়া,

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌লো কতমতে,
প্রাণের সাড়া যায় কি কোথাও পাওয়া!
মৃত পাখীর ঠোঁটে অবশেষে
এমন মিঠে দিল একটী চুমা,
স্নেহ যেন হৃদয় ফেটে এসে
ব্যথিতেরে বল্‌লে,—'ঘুমা, ঘুমা!'
সমব্যথার সাথী ধল্লে আমায়,
সেই প্রথম আপন থেকে কথা,—
'পাহাড় গড়িয়ে ম'ল সোণার পাখী!'
—সেই প্রথম কচিবুকে ব্যথা!
পাখীর সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল বুঝি
হাসির মরণ একরত্তি সে মেয়ের!
একটী মাস ঠোঁটটী রইল চুপ,
ছিল না যা'র সবুর একটী পলের!
গেছে তার পর একটী বছর ঘুরে।
—একদিন দেখ্‌তে ঘোড় দৌড়ের খেলা,
কারেও কিছু জান্‌তে নাহি দিয়ে
বেরিয়ে প'লাম ঠায় দুপুর বেলা!

•

একটা বাজি দেখেই মনটা যেন
বাড়ীর পানে কেন ছুটতে চায়,
চলে' এলাম এম্‌নি একটা টানে,
যেন কি আজ ঘটেছে কোথায়!
বাড়ীতে পা' দিতেই বল্লে চাকর,—
'মালীর মেয়ে ঢুক্‌ল শোবার ঘরে,
ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা না দেখে'
তাড়িয়ে দিলাম তক্ষণি কাণ ধরে!
তৈরি খাবার সবই গেল ফেলান্'—
আমি বল্লাম—'বেটা বেরো আজি,
কার গায়ে আজ তুলেছিস্ তুই হাত,
সে বড়, না জাত বড় রে, পাজি!'
—নিঃশব্দে ত বিদেয় হ'ল চাকর;
অভিমানী মেয়ের নাই উদ্দেশ,
সারা রাস্তা খুঁজে' খুঁজে', তারে
ঝরণার ধারে ধরলাম গিয়ে শেষ!
অপরাহ্ণের মলিন রবিকর,
পড়েছে সেই কচিমুখটুকে,

দেখ্‌লাম যেন নিজের মেয়ের মুখ
মালীর মেয়ের কাতর মলিন মুখে।
অনেক ডাকেও দিল না সে সাড়া,
পাথর ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল জলে কেবল,
সোয়ার যেমন তেজী ঘোড়া রোখে,
তেম্‌নি টেনে রাখ্‌ছে চোখের জল!
যতই সাধ্‌তে লাগ্‌লাম আদর করে',
ততই উথলে উঠ্‌ছে তাহার খেদ,
পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্‌তে লাগ্‌ল মেয়ে,
ভাব্‌লাম, এতে বাড়বে শুধুই জেদ।
বাড়ী ফিরে মালীরে সব বলে'
পাঠিয়ে দিলাম বুঝিয়ে আন্‌তে তারে,
সোণা মেয়ের আসার প্রতীক্ষায়
ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম বাগানের চার ধারে।
পাতা পড়ে, পায়ের শব্দ ভাবি,
পাখী ডাকে, শুনি তারি গলা,
মা-হারা, হায়, অসহায় শিশু—
ঝাঁঝরি পড়ে কাঁদ্‌ছে গাছতলা!

ও কি ?—কার ও অট্টহাসি শুনি,
হাসি না ত, এ যে হাহাকার !
সাথে সাথে পরাণ উঠ্‌ল কেঁদে,
দেখ্‌তে লাগ্‌লাম চোখে শুধু আঁধার !
একটু পরেই ক্ষ্যাপার মত এসে
আমার পায়ে লুটিয়ে প'ল মালী,
বল্‌লে,—'বাবু, ফিরিয়ে আন তারে !'
—বলেই কাঁদে, পাহাড় দেখায় খালি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লাম মালীর সাথে,
পায়ের নীচে ঘুর্‌তে ছিল মাটী,
গিয়েছে যা, ফির্‌বে না তা আর,
প্রাণের মধ্যে বুঝ্‌লাম সেটা খাঁটি।
গিয়ে দেখলাম যাহা, বল্‌তে আজও
হৃদ্‌পিণ্ডটা ফাটে বুঝি আবার,
আছাড় খেয়ে পড়্‌ছি পাষাণ-কোলে,
মালী টেনে নিলে বুকে তা'র !
ডাক্তার বাবু এলেন আশার মত,
ফির্‌লেন দেখে' মুখটী করে' ভার !—

এই জ্বলে, ফের এই যে নিভে আলো,
দয়াল প্রভু, এ সৃষ্টি কি তোমার ?—

*　　*　　*　　*

মিশ্‌তে লাগলো মৌনে সে বিজনে
দুইটী বক্ষে একটী কন্যা-শোক,
তখন সন্ধ্যা আস্‌ছে পায় পায়
ডুবিয়ে দিতে দিনের বিদায়-আলোক।
বল্লেম কেঁদে,—'ওরে হতভাগা,
কেমন ক'রে হ'ল সর্ব্বনাশ!'
মালী বল্লে,—আমায় করো খুন,
আমার চাঁদটী আমিই কল্লাম গ্রাস!
ছিল মা মোর উঁচু পাহাড়টীতে,
আমার ডাকে দেয় নি আগে সাড়া,
নাম্‌ল, না শেষ দিল নিজকে ছেড়ে,
লাগালাম্ খুব জোরে যখন তাড়া?
দ্রুত নাম্‌তে, হয় ত পিছ্‌লে গিয়ে,
কিম্বা কোন পাথরে পা ঠেকে'

পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,
হা হা—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে!
শরীর যেমন তেম্‌নি আছে ঠিক ;
রূপের মৃত্যু!—প্রাণ গেছে উড়ে' ;
নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ দেখে'
বুঝলাম, আমার কপাল গেছে পুড়ে'!
মনে হ'ল, ঠিক এম্‌নি সময়,
ঠিক এই থানে একটা ময়না পাখী
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে পড়েছিল,
মেয়ে আমায় দেখিয়েছিল ডাকি'!
সোণার মেয়ে মরা পাখীটীরে
আদর করেছিল যেমন করে,'
ক্ষ্যাপার মত মড়া কোলে নিয়ে
সোহাগ কর্‌তে লাগ্‌লাম পরাণ ভরে'!
সারা গায়ে তেম্‌নি বুলিয়ে হাত
কর্‌তে লাগ্‌লাম কি আগ্রহে বাতাস,
নাকের কাছে হাত নিয়ে বার বার
দেখ্‌তে লাগ্‌লাম বইছে কিনা শ্বাস!

নিশার আঁধার আস্‌ছে ঘোর হ'য়ে,
দুইটী শ্মাশান মাঝে একটী মরা,
স্বপ্নে কাট্‌ছে পলের পরে পল ;
মরে' যেন গেছে বসুন্ধরা !
সেই রাতে—সে কাল রাতেই শেষে
দগ্ধ কর্‌লাম স্বর্ণ-প্রতিমারে,
বল্লাম,—মালী, এবার তোমার বিদায় !—
হাজারের দুই তোড়া দিলাম তারে।
সে বেচারা কেঁদেই সুধু সারা !
বল্লাম,—'মালী, বাগানের অঙ্ক শেষ !'
উচিত মাইনে গছিয়ে কোন মতে
পরদিন তারে পাঠিয়ে দিলাম দেশ।
মালীর দল ঝেড়ে কল্লাম বিদায়,
তুলে' দিলাম পাহারা সাথে সাথে,
সখের বাগান দিলাম সেধে সঁপে
শেয়াল-কুকুর চোর-চোট্টার হাতে !
এক সপ্তাহের মাঝেই বাস তুলে'
চলে' গেলাম সুদূর দেশান্তরে,

সাধের কানন পুড়িয়ে দিয়ে এলাম
সোণার মেয়ের দগ্ধ চিতার পরে!
দিন কাট্‌তো একটী স্মৃতি ল'য়ে,
রাত পোহাতো একটী স্বপ্ন দেখে',—
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,
হা হা!—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে!
বহুদিনে ফির্‌লাম দেখ্‌তে বাগান,
আজকে শ্মশান, ছিল যা কবিতা!
প্রতি অনু-পরমানুর বুকে
জ্বল্‌ছে যেন সেদিনকার সে চিতা!
সাজানো বাগ উজাড় হ'য়ে সেথা
জমেছে আজ উলুখড়ের মেলা,
ছেলেরা সব পাথর মূর্ত্তি ভেঙ্গে
করেছে আজ খেল্‌বার বুঝি ঢেলা!
লাল রাস্তার চিহ্নও কোথা নাই,
বেঞ্চ, আলো, সবই চুরমার!
নন্দনকানন আমার তরে যেন
রেখেছে আজ শূন্য আর আঁধার!

ছিল যেথায় লাল মাছের ঝাঁক্‌,
সে জঙ্গলে থাকে এখন সাপ!
পায়ে?—না প্রাণে ফুটছে কাঁটা?
সে কি রূপের বিদায়-অভিশাপ?
রেলিং যেটুক আছে, পড়ছে খসে',
ফোয়ারা ছিল, মনেও হয় না ভ্রমে,
ঘুরতে লাগ্‌লাম ধ্বংশের মাঝ খানে,
রাত্রি গভীর—গভীরতম ক্রমে!
হঠাৎ একটা ঝোঁপের আঁধার থেকে
উঠ্‌লো যেন কাহার উচ্চ হাসি,
আবার দেখি, ঝিলের ধারে বসে',
কাঁদে এ কে, এলিয়ে কেশের রাশি?
সকল ধ্বনি-ডুবিয়ে দিয়ে শেষে
ফুট্‌ল একটী গভীর হাহাকার,
হা হা ধ্বনি উঠে' মেঘে মেঘে
সুরের লোক হ'য়ে গেল পার!
সেই বিজনে শান্ত প্রকৃতিও
ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো যেন হঠাৎ,

পাহাড়, ঝরণা, মেঘ, আকাশ, বাতাস
মানব-ভাষা পেল অকস্মাৎ !
শুন্‌তে লাগলাম সেই শ্মশানে বসে'
তা'রা যেন বল্‌ছে আমায় ডেকে,—
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,—
হা হা—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে !

কোথা—কতদূর ?

যুগে যুগে এ জিজ্ঞাসা কোথা—কতদূর ?
প্রশ্ন মিছে কেঁদে মরে উত্তরের পাছে,
ত্রাসিত অনন্ত-যাত্রী !—কি জানি কি আছে
মৃত্যুর নেপথ্যে ! সে কি চণ্ড, না মধুর ?
কি সে মহা পরিণাম ? —বুঝি তারই তরে
রবি-শশী গিরি-সিন্ধু অপূর্ব্ব স্বজন ;
গ্রহকুল ঘুরিতেছে যুগ-যুগান্তরে,
নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি,—এমনি শাসন !
কি সে মহা পরিণাম ?—সে আদর্শ লাগি
কঠোর তপস্যামগ্ন বুঝি যোগীকুল,
বুকে স্বপ্নভার—কবি কত নিশি জাগি,
তুলি লয়ে লুব্ধ শিল্পী আগ্রহে আকুল !
দেশ-কালে বদ্ধ কি সে যাত্রার নিয়তি ?
না, সে সমাপ্ত পথে অবিরাম গতি !

———

কবির প্রয়াণ-সঙ্গীত।

মরিয়া বেঁচেছি আমি! নহি ত শয়ান
অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে, করেছি প্রয়াণ
নূতন জীবনে, প্রিয়! যেথা জাগরণ
ঘুমায় না কভু। অশ্রু কেন অকারণ?
জয়ী আমি আজ! হেরে নব দৃশ্য সব
নব নেত্র; নব কর্ণ শোনে নব রব!
ছিন্ন-তার বীণা, সাঙ্গ গীতের আঁলাপ,
ভেঙ্গেছে কল্পনা-খেলা, ঘুচেছে প্রলাপ,
কেন বলো, ভাই? এ যে পোহায়েছে রাতি
আর পারে,—গান গেছে গাহিতে প্রভাতি!
কুহুধ্বনি যায় যথা মধুঋতু-শেষে
গাহিতে বসন্ত, নব বসন্তের দেশে!
অমৃত পোড়াতে গিয়ে শ্রান্ত শুধু চিতা,
মরিয়া অমর হয় কবি ও কবিতা।

তুষার হইতে বিদায়।

আসি তবে, হে হিমাদ্রি, পরেছে যাত্রার ত্বরা,
দূরে হ'বে যেতে,
আঁখি ভরে' দেখি রূপ, ধবল আদর্শ তব
মর্ম্মে নিই গেঁথে!
শুনা'লে তোমার বার্ত্তা, বুঝালে তোমার তত্ত্ব,
কাছে কাছে রাখি,
পেল ছুটী স্বর্ণ পাখা লভিয়া তোমার স্বর্গ
পিঞ্জরের পাখী!
তব ফুলে নব গন্ধ, তব গীতে নব ছন্দ,
কি কান্তি কান্তারে,
ঘুরিয়া হিমের পুরে তৃষ্ণা মোর গেল দূরে
তোমার তুষারে!
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এত মূর্ত্তি, এত লীলা, এত স্ফূর্ত্তি
নিশায় দিবসে,
অবসাদ ফুরাইল, আত্মা মোর জুড়াইল
শীতল পরশে!

তোমার নভের মেঘে আমার কল্পনা লেগে
হয়ে গেছে সোণা,
আমারে করিল কবি জ্যোৎস্না-ধৌত তব ছবি,
সোণার প্রেরণা !
প্রকৃতির জল-যন্ত্র করেছে কি শত-রন্ধ্র,
মুরলী তোমায় ?
সে ডাকে করিল প্রাণ দিকে দিকে মুক্তি-স্নান
তব-ঝরণায় !
দেখিতে তুষার-দৃশ্য পদপ্রান্তে ভক্ত বিশ্ব
গদ্গদ অন্তরে !
শিখিপুচ্ছ মনোলোভা না, এ বরফের শোভা,
শিখরে শিখরে ?
পাহাড়ের খাত বেয়ে রবি-কর নামে ধেয়ে
বরফ গলায়ে
আনন্দ কি পড়ে ঢলে' ? করুণা কি নামে গলে'
পাষাণ টলায়ে ?
তোমার কৃত্রিম হ্রদ তাও কত মনোমদ,
কাকচক্ষু নীর,

সেই হ্রদে দাঁড় ধরি'   বাহিয়াছি ক্রীড়া-তরী,
উল্লাসে অধীর!
কোথা আধিত্যকা-পথে   শুয়ে দীর্ঘ শুভ্র মেঘ
পোহাইছে রোদ্,
তব বাহুবন্ধে যেন   ঝর্‌ণার ধবল-ধারা
হয়েছে নিরোধ!
বিচিত্র মখমল-প্রায়,   শৈবাল শিলার গা'য়,
মসৃণ কোমল,
তোমার নীহারে স্নাত,   রৌদ্র-করে প্রতিভাত,
করে ঝল্ মল্,
রবি-চন্দ্র তব দ্বারে   সন্ধ্যা-প্রাতে করে কারে
মঙ্গল-আরতি?
কন্দরে কন্দরে শান্তি,   শিখর-কান্তার-কান্তি,—
গম্ভীর বিরতি!
তপোমগ্ন তরু-লতা   সমাধির বিজনতা
দিতেছে পাহারা,
পান্থ যদি করে শব্দ,   'চুপ! চুপ!' বলে' স্তব্ধ
করায় তাহারা!

সে নিশুতি ভঙ্গ করে,' নির্ঝর নামিছে জোরে,
তার দুই ধারে—
আকাশে উঠেছে বন, পাতালে নেমেছে বন,
শৃঙ্গ অন্ধকারে !
কত গাছে অর্দ্ধ-শুষ্ক, কত গাছে মর'-মর'
রংটী পাতার,
হেমন্তের হিমে স্নাত, বসন্ত, হরিত, পীত
পাতার বাহার !
—এ কি কাননের ভূপ ? না, গিরিকদম্ব-রূপ—
রোমাঞ্চ বনের ?
উদ্ভিদ-স্বপ্নের মত রবারের গাছ কত,
ঐশ্বর্য্য মনের !
নিম্নে বিদারিয়া শিলা ধাইছে পার্ব্বতী নীলা
গভীর গর্জ্জনে,
ল'য়ে লক্ষ তরু সা'র দু' ধারে গৈরিক পার
মিশেছে গগনে ;
শিখর-কান্তার-ফাঁকে প্রকৃতি গড়েছে 'লন'—
আঙ্গিনা তোমারি !

কোথা শিলা-সিঁড়ি বেয়ে থাকে থাকে নামিয়াছে
চা গাছের সারি।
তব তুঙ্গ-শৃঙ্গ' পরে সমতল দেখা যায়—
অকূল সাগর!
সৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে ওই কি কারণ-বারি
স্তম্ভিত, নিথর?
সৃজন-প্রত্যুষে তাই নভে নভোমণি নাই,
উলঙ্গ গগন,
রবি-সৃষ্টি আশা করে' তোমার নিসর্গ বুঝি
ধ্যানে নিমগন!
সহসা ইঙ্গিতে কা'র উঠে রবি সিন্ধু সম
সমতল হ'তে,
সাঁঝে তব শৃঙ্গ-পাছে স্বর্ণ-মেঘ যেথা আছে,
নামে সেই পথে।
রঞ্জি' দূর চক্রবাল বহুক্ষণ লালে লাল:
খেলে স্বর্ণ-হাসি,
সুখ-স্বপ্নে থর থর, দাঁড়াইয়া চরাচর
নমে রূপরাশি!

হেম, না ও হিম-শৃঙ্গ ? না, প্রবাসী দেবতার
রক্ত-বস্ত্রালয় ?
দেবাত্মারে লয়ে বক্ষে দেখিছে কি মুগ্ধ চক্ষে
বিশ্বের বিস্ময় ?
এই উদয়াস্ত-তটে বসিয়া কে যেন কহে,—
পথিক, লুটাও !
নয়নের দ্বার খোল,' ভোল', এ দুনিয়া ভোল',
যাও, ডুবে যাও !
—এসেছিনু তব ছায়ে ভগ্ন প্রাণে, রুগ্ন কায়ে,
তোমার আহ্বানে,
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে সুখ ভরিয়া এ শূন্য বুক,
গাঁথা প্রাণে প্রাণে !
দেহে প্রাণ, গিরিরাজা, যেন ফুল ফুল্ল, তাজা
কচি পত্রপুটে,
ধৌত মেঘে হিমানীতে, নব রক্ত ধমনীতে
টগ্‌বগ্‌ ফুটে !
হৃদি-তন্ত্রী বাজাইলে, সাধনারে সাজাইলে
তোমার সঙ্গীতে,

গৈরিক

শিরায় তাড়িত ছুটে,   হিয়ায় কবিতা ফুটে
তোমার ইঙ্গিতে !
আলোতে রচিয়া ছায়া   জীবনে মৃত্যুর মায়া
দেখা'লে নিভৃতে,
দেবতারে চিনাইলে,   আত্মা মোর জিয়াইলে
তোমার অমৃতে !
আছে যে কুহক-পুরী   মৃত্যুমন্ত্র দিয়া ঘেরা
জীবনের পারে,
আনন্দে উধাও চিন্তা   আসিল আঘাত করি'
তারও বজ্রদ্বারে !
কিছু রাখ নাই ঢাকি,   কিছু রাখ নাই বাকি,
দিলে ঢেলে সব,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-পুটে   কত আর নিব লুটে
অসীম বৈভব ?
আজ স্বপ্ন টুটে' যায়,   নৈরাশ্য বিদায় গায়,
ফেটে যায় প্রাণ,
ফিরে' ফিরে' চাই সুধু—   তোমার অনন্ত মধু
আঁখি করে পান।

মত্ত কলাপীর মত   স্ফূর্ত্তির পেখম ধরে'
এ শৈল-বিহার,
স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, দীপ্ত   জীবনে গর্ব্বের দিন
আসিবে কি আর ?
আর কবে হবে দেখা ?   চিত্ত-চিত্রপটে লেখা
ও দিব্য মূরতি !
ভাষা-ভাব ধূলে লুটে,   ভাল করে নাহি ফুটে
বিদায়-ভারতী !
প্রাণ হবে কৃষ্ণহারা   পার্থের গাণ্ডীব সম
বিহনে তোমার,
ভাব মোরে যাবে ছেড়ে,   ভাষারে কে নেবে কেড়ে,
স্বপ্ন চুরমার্ !
চোখের এ ছাড়াছাড়ি   জানি স্বধু বাহিরের,
অন্তরের নয়,
তিলেক রবে না ছাড়া,   পূর্ণ করে' রবে তুমি
ভক্তের হৃদয় !
তথাপি তোমার কাছে   আমার নিরাশা যাঁচে
বিদায়-প্রসাদ,

আজ তুমি কর মোরে শেষ দিনে প্রাণ ভরে'
শেষ-আশীর্ব্বাদ !
দেখিনু যা, শুনিনু যা, বুঝি, আর না-ই বুঝি,
মর্ম্মে গাঁথা থাকে,
সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে ফেরে যেন সাথে সাথে
শুভে মতি রাখে !
এই উঁচু দিকে চাওয়া, এই উর্দ্ধ পানে ধাওয়া
আর নাহি ভুলি,
যেন ও ধবল চূড়া ঢেউ খেলাইয়া প্রাণে
দেয় স্বর্গ খুলি' !
দুপারে দুজন মোরা, মাঝে বিরহের সিন্ধু,
স্মৃতি ভাসে তাতে,
কাঁদিব বসিয়া একা, তুমি ত দিবে না দেখা
সে বিরহ-রাতে !
পূর্ণ সুকৃতির মাত্রা, সমাপ্ত তুষার যাত্রা,
হিমানি, বিদায় !
মেঘরাজ্য রাখি পিছে নামিয়া যেতেছি নীচে,
স্বর্গভ্রষ্ট-প্রায় !

মাথা নাহি রয় খাড়া, স্ফূর্ত্তি নাহি দেয় সাড়া,
চিন্তা মূর্চ্ছাহত!
রক্তধারা আসে থেমে, হৃদয় যেতেছে নেমে,
নামিতেছি যত!
শোভাদ্রি, যেওনা ছেড়ে, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে
কর' না কাঙ্গাল।
যতই যেতেছ সরে' তোমারে জড়ায়ে ধরে
মোর স্বপ্নজাল!
ক্রমে আধ-আধ দেখা, যেন কুহকের রেখা,
ভাল লাগে তাও,
পায় পায় কোথা যাও? বারেক ফিরিয়া চাও,
একটু দাঁড়াও!
প্রাণ নাহি যেতে চায়, তবু যেতে হয়, হায়,
এ বিধান কার?
সৃষ্টিছাড়া বুঝি সেই, বিশ্বে তা'র কেউ নেই
হাসার, কাঁদার!
গেল হিয়া ফেটে' গলে', তোমারে যে অশ্রুজলে
দেখিতে না পাই,

শুভ্র-শোভা, ধীরে ধীরে ডুবে গেলে আঁখি-নীরে ?
যাই, তবে যাই !

সমাপ্ত ।